আগস্ট

১লা আগস্ট

সাধু আল্ফন্সো-মারীয়া দ্য লিগরি, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আল্ফন্সো-মারীয়া দ্য লিগরি-লিখিত 'যীশুখ্রীষ্টকে প্রেম করা' ১:১-৫

খ্রীষ্টের ভালবাসা

আত্মার সমস্ত সাধুতা ও তার সিদ্ধতা আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টকে ভালবাসায় কেন্দ্রীভূত যিনি আমাদের সর্বোত্তম ও আমাদের ত্রাণকর্তা। যে সকল সদ্‌গুণ মানুষকে সিদ্ধপুরুষ করে, ভালবাসাই সেগুলোকে মিলিত করে ও রক্ষা করে।

হয় তো কি ঈশ্বর আমাদের সমস্ত ভালবাসার যোগ্য নন? তিনিই তো অনাদিকাল থেকে আমাদের ভালবেসে আসছেন! প্রভু বলেন, 'মানুষ, একথা ভাব যে, আমিই প্রথম তোমাকে ভালবেসেছি। জগতে তোমার অস্তিত্ব তখনও ছিল না, এমনকি জগৎ পর্যন্তই তখনও ছিল না, অথচ ইতিমধ্যে আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম। যে সময় থেকে আমি ঈশ্বর, সে সময় থেকেই আমি তোমাকে ভালবাসি।' সুতরাং, মানুষ উপকার দ্বারাই আকর্ষিত, তা দেখে ঈশ্বর নানা দানগুলো দ্বারা মানুষকে নিজ ভালবাসার দিকে আকর্ষণ করবেন বলে অভিপ্রায় করলেন। তাই তিনি বললেন, 'মানুষ যে দড়ি দিয়ে নিজেকে টানতে দেয়, আমি সেই দড়ি দিয়েই মানুষকে আমাকে ভালবাসতে টানতে চাই, তথা ভালবাসার বন্ধন দিয়ে।' হ্যাঁ, এগুলোই তো হল সেই সমস্ত দান যা ঈশ্বর মানুষকে দান করেছেন। তিনি মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তি অনুযায়ী পরাক্রম-বিশিষ্ট আত্মায় সজ্জিত করে, অর্থাৎ স্মরণশক্তি, উপলব্ধি ও ইচ্ছাশক্তি, এবং ইন্দ্রিয়সম্পন্ন দেহে তাকে সজ্জিত করে তিনি তার জন্য আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও অন্য বহু বস্তু মানবপ্রেমের খাতিরেই সৃষ্টি করলেন, যাতে এসব কিছু মানুষের কাছে উপযোগী হয় ও মানুষ যেন তেমন বহু দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকে ভালবাসে।

তবু এ সমস্ত সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদের দান করেও ঈশ্বর তুষ্ট হলেন না। আমাদের গোটা ভালবাসা জয় করার জন্য তিনি আমাদের কাছে নিজেকেই পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দান করলেন। সনাতন পিতা আমাদের কাছে তাঁর আপন একমাত্র পুত্রকে পর্যন্তও দান করলেন। পাপের কারণে আমরা সকলে মৃত ও অনুগ্রহ-বঞ্চিত ছিলাম দেখে তিনি কী করলেন? অসীম ভালবাসার খাতিরে, এমনকি প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, যে অতিরিক্ত ভালবাসায় আমাদের ভালবাসছিলেন তার খাতিরে তিনি আমাদের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে আপন প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণ করলেন, এভাবে তিনি যেন আমাদের সেই জীবন ফিরিয়ে দেন, পাপ যা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

আর পুত্রকে দান করায়—আমাদের রেহাই দেবার জন্য কিন্তু পুত্রকে রেহাই না দিয়ে—তিনি পুত্রের সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমাদের দান করলেন, যথা তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর ভালবাসা ও সেই পরমদেশ; তবে যেহেতু এ সমস্ত দান পুত্রের তুলনায় নিশ্চয়ই গৌণ, সেজন্য *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?*

শ্লোক সাম ১৪৫:১৯-২০; ১ যোহন ৩:৯

℟ যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন, তাদের চিৎকার শুনেই তাদের পরিত্রাণ করেন।
℣ যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদের সকলকে রক্ষা করেন।
℟ যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে।
℣ যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদের সকলকে রক্ষা করেন।

২রা আগস্ট

ভের্চেলির সাধু এউসেবিউস, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - ভের্চেলির বিশপ সাধু এউসেবিউসের পত্রাবলি **২য় পত্র ১:৩–২:৩; ১০:১–১১:১**

আমি আমার নির্দিষ্ট দৌড় শেষ করেছি,
আমি বিশ্বাস রক্ষা করেছি

প্রিয় ভাইবোনেরা, আমি জানতে পেরেছি তোমরা সকলে ভাল আছ—আমি তো তা ইচ্ছা করছিলাম। নিজের কথা বলতে গিয়ে, তবে তোমাদের পত্রগুলো পেয়ে ও তোমাদের লেখায় আমার প্রতি তোমাদের সদ্ভাব ও ভালবাসার কথা পাঠ করে আমি মনে করেছি তোমাদের মাঝে আছি, কেমন যেন দূর দূরান্ত দেশ থেকে হঠাৎ তোমাদের মধ্যেই স্থানান্তরিত, ঠিক যেন সেই হাবাকুক যিনি দূত দ্বারা দানিয়েলের কাছে উপনীত হয়েছিলেন। আনন্দের সঙ্গে চোখের জল মিশে যাচ্ছিল : পাঠ করার গভীর বাসনায় চোখের জল বাধা দিচ্ছিল।

কিছু দিন ধরে তেমন পুণ্য মনোভাবের মধ্যে থেকে আমার মনে হচ্ছিল তোমাদের মাঝেই আছি, তাতে আমরা গত পরিশ্রমের কথা ভুলতে পারছিলাম। অনুভব করছিলাম, আমি কেমন যেন চারদিক থেকে এমন সান্ত্বনাদায়ী স্মৃতি দ্বারাই পরিপ্লুত, যা তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের আসক্তি ও তোমাদের ভালবাসার ফল আমাকে আবার আস্বাদ করাচ্ছিল। তেমন প্রাঞ্জল ও সান্ত্বনাদায়ী বহু স্মৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আমার হঠাৎ মনে হচ্ছিল—যেমন বলেছি—আমি প্রবাসে আর নই, বরং তোমাদের মাঝেই রয়েছি।

এজন্য, ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের বিশ্বাসে অত্যন্ত প্রীত, এবং বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে যে পরিত্রাণ সাধন করেছে তাতে আনন্দিত। নিকটবর্তী দূরবর্তী সকলেরই কাছে তোমরা যা বিতরণ কর, তোমাদের সাধিত সেই ফলগুলোতেও আমি উল্লসিত। হ্যাঁ, তোমরা সত্যি এমন গাছের মত যাতে সঠিকভাবেই কলম দেওয়া হয়েছে, এবং তার এই ফলশালীতার কারণেই গাছটা কুড়াল ও আগুন এড়ায়। আমরাও কোন প্রকারে তোমাদের সঙ্গে কলমের মত সংযুক্ত হতে ইচ্ছা করি—কেবল সাধারণ সেবার মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের নিজ প্রাণ উৎসর্গ ক'রে। একথা জেনে নাও যে, এ পত্র কোন প্রকারেই লিখতে পেরেছি—ঈশ্বরের কাছে সবসময় প্রার্থনা করছিলাম তিনি যেন আমার রক্ষকদের কিছুকালের মত দূরে রাখেন; আবার তিনি যেন এমনটি দেন, যেন আমাদের পরিসেবক আমাদের ক্লেশের কথার চেয়ে, আমাদের শুভেচ্ছাই বরং তোমাদের কাছে নিয়ে যান।

অতএব আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যেন সমস্ত যত্নের সঙ্গেই তোমাদের বিশ্বাস রক্ষা কর, তোমাদের একাত্মতা তেজময় রাখ, প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান থাক, ও আমাদের কথা সর্বদাই স্মরণ কর, যাতে প্রভু প্রসন্ন হয়ে বর্তমানকালে সারা পৃথিবীতে অত্যাচারিত আপন মণ্ডলীকে স্বাধীনতা মঞ্জুর করেন, আর আমরা যারা নির্যাতিত যেন মুক্তি পেয়ে তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারি।

আমি পুনরায় তোমাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করি যেন ঈশ্বরের দয়ার খাতিরে তোমরা সকলেই আমার এ পত্রের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর, কারণ এবার—বিশেষ প্রয়োজন বশত—আমার প্রথামত এক একজনেরই কাছে লিখতে আমাকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা ও পুণ্যবতী বোনেরা, হে আমার পুত্রকন্যারা, উভয় লিঙ্গের ও সমস্ত বয়সের ভক্তজন সকল, আমার এ পত্রের মধ্য দিয়ে আমি তোমাদের সকলকেই উদ্দেশ করি, যেন এবারের মত এ সাধারণ শুভেচ্ছায় তুষ্ট হও, ও সেই সকলেরই কাছে আমাদের শুভেচ্ছা জানাও যারা মণ্ডলীর বাইরে হয়েও তবু আমাদের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতে প্রসন্ন।

শ্লোক লুক ১২:৩৫-৩৬; মথি ২৪:৪২

প্র তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক,

উ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।

প্র জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না।

℟ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।

একই দিন ২রা আগস্ট

সাধু পিতর জুলিয়ান এইমার্ড, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পিতর জুলিয়ান এইমার্ডের রচনাবলি **খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্তে প্রকৃত উপস্থিতি**

জীবনদায়ী সাক্রামেন্ত বলে খ্রীষ্টের দেহরক্ত

খ্রীষ্টের দেহরক্ত সকল জাতির জীবন। সেই সাক্রামেন্ত সকল মানুষকে জীবনের বিচারমান দান করে। জাতি-ভাষা নির্বিশেষে সকলেই মণ্ডলীর পবিত্র উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। খ্রীষ্টের দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত মানুষকে সেই জীবনের বিধান অর্পণ করে যা সর্বপোরি সেই ভ্রাতৃপ্রেমে প্রকাশ পায় এই সাক্রামেন্তই যার উৎস। এই কারণে সকলের মধ্যে রয়েছে সাধারণ এক বন্ধন, কেমন যেন খ্রীষ্টীয় একটি আত্মীয়তা। সকলেই একই রুটি খায়, সকলেই যীশুখ্রীষ্টের ভোজে অতিথি যিনি অলৌকিকভাবে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃ আচরণের একটা একাত্মতা সৃষ্টি করেন। শিষ্যচরিত পাঠ করা হোক; সেখানে একথা রয়েছে যে, ধর্মান্তরিত ইহুদীদের ও দীক্ষাস্নাত বিধর্মীদের নিয়ে গঠিত সেই বহুসংখ্যক আদিমণ্ডলীর খ্রীষ্টভক্তগণ ছিলেন একহৃদয় একপ্রাণ। কেন? কারণ তাঁরা প্রেরিতদূতদের শিক্ষা শ্রবণে ও রুটি-ছেড়া অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত।

সত্যিই, খ্রীষ্টের দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত হলো আত্মার ও মানবসমাজের জীবন, যেমনটি সূর্য হলো দেহের ও পৃথিবীর জীবন। সূর্য বিনা পৃথিবী অনুর্বর; সূর্যই পৃথিবীকে আনন্দিত, অলঙ্কৃত ও ফলবান করে; আবার সূর্যই দেহকে কার্যকারিতা, শক্তি ও সৌন্দর্য দান করে। তেমন ঘটনাগুলোর সামনে আমাদের বিস্মিত হওয়া দরকার হয় যখন দেখি যে, বিধর্মীরা সূর্যকে জগতের ঈশ্বর বলে পূজা করত। প্রকৃতপক্ষে দিনের জ্যোতিষ্কটা সেই উৎকৃষ্ট সূর্যের প্রতি, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী সেই যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতি বাধ্য যিনি জগতে আসা সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করেন এবং জীবনের সাক্রামেন্ত সেই খ্রীষ্টের দেহরক্তের মধ্য দিয়ে নিজেই মানুষের অন্তরে সক্রিয় যাতে সকলকে খ্রীষ্টীয় পরিবার ও জাতিরূপে গঠন করেন। সত্যিই ধন্য, এমনকি অধিক ধন্য সেই আত্মা যা এই গুপ্ত ধন খুঁজে পেয়েছে, জীবনের উৎসের ধারে পিপাসা মেটায়, ও প্রায়ই এই জীবনের রুটি খায়।

খ্রীষ্টমণ্ডলী সর্বপোরি এক পরিবার। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যকার বন্ধন হল সাক্রামেন্তের আকারে রুটি-যীশু। তিনি নিজেই সেই পিতা যিনি পরিবার-পরিজনদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করেন। খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃত্ব অন্তিম ভোজে যীশুখ্রীষ্টের পিতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর প্রেরিতদূতদের 'সন্তান' বলে ডাকলেন এবং তাঁদের আজ্ঞা দিলেন তাঁরা যেন একে অপরকে ভালবাসেন যেমনটি তিনি তাঁদের ভালবেসেছিলেন।

পবিত্র ভোজে সকলে হল 'ছেলেরা' যারা একই খাদ্য গ্রহণ করে, এবং এ থেকে সাধু পল অনুমান করেন যে, তারা এক পরিবার অর্থাৎ একদেহ, যেহেতু সকলে একরুটির অংশভাগী, যে রুটি যীশুখ্রীষ্ট। অবশেষে খ্রীষ্টের দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীকে প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান ও ভালবাসার বিধান পালন করার শক্তি দান করে। যীশুখ্রীষ্ট আপন ভাইদের সম্মান জানাতে ও ভালবাসতে আজ্ঞা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজে তাদের ব্যক্তিত্ব আপন করলেন, তথা: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।* পবিত্র খ্রীষ্টের দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি এক একজনকে নিজেকে নিবেদন করেন।

শ্লোক ১ করি ১০:১৭; যোহন ৬:৫৮ক; সাম ৮০:১৭ক দ্রঃ

℣ যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।
℟ এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।
℣ প্রভু আমাদের সেরা গম খেতে দিলেন।
℟ এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।

৪ঠা আগষ্ট

সাধু জন-মেরী ভিয়ানে, পুরোহিত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু জন-মেরী ভিয়ানে-লিখিত 'ধর্মশিক্ষা' ৮৭-৮৯

প্রার্থনা ও ভালবাসা:
এ তো মানুষের উত্তম কর্তব্য

হে আমার সন্তানেরা, মনোযোগ দাও: খ্রীষ্টভক্তের ধন পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেই রয়েছে। সুতরাং আমাদের চিন্তা সেদিকে ফেরাতে হবে যেখানে আমাদের ধন রয়েছে। প্রার্থনা ও ভালবাসা: এ তো মানুষের উত্তম কর্তব্য। তোমরা প্রার্থনা করলে ও ভালবাসলে তবে এ তো পৃথিবীতে মানুষের সুখ।

ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ, এছাড়া প্রার্থনা আর কিছু নয়। যখন একজনের হৃদয় শুচিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত, তখন সে এমন এক প্রকার মাধুর্য ও কোমলতায় আসক্ত হয় যা তার মন প্রমত্ত করে তোলে, আর সে এমন আলোয় উচ্ছ্বসিত হয় যা তার চারদিকে রহস্যময় ভাবে বিস্তার লাভ করে। তেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগে ঈশ্বর ও প্রাণ কেমন যেন একসঙ্গে গলা দুই টুকরো মোমের মত যা কেউই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টজীবের সঙ্গে ঈশ্বরের এ সংযোগ কতই না সুন্দর! এ এমন সুখ যা বর্ণনা করা যায় না। আমরা তো প্রার্থনা করতে অযোগ্যই হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর আপন মঙ্গলময়তায় এমনটি হতে দিলেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য ধূপের মত।

হে আমার সন্তানেরা, তোমাদের হৃদয় ছোট বটে, কিন্তু প্রার্থনা তা বিস্তারিত করে ও ঈশ্বরকে ভালবাসতে তা সক্ষম করে তোলে। প্রার্থনা দ্বারা আমরা স্বর্গের এমন পূর্বাস্বাদ পাই—তা যেন এমন কিছু যা পরমদেশ থেকেই আমাদের কাছে নেমে আসে। প্রার্থনা আমাদের মাধুর্যবিহীন কখনও ফেলে রাখে না; কেননা প্রার্থনা এমন মধু যা প্রাণে ঝরে পড়ে সমস্ত কিছু মধুর করে।

উত্তম প্রার্থনায় সমস্ত দুঃখ সূর্যের সামনে হিমের মত গলে। তাছাড়া প্রার্থনা এও আমাদের দেয়, যাতে সময় এতই দ্রুতভাবে ও মানুষের জন্য এত আনন্দের সঙ্গেই বয় যে মানুষ তার দৈর্ঘ্য আর অনুভব করে না। শোন: আমি যখন ব্রেস্যের পালক পুরোহিত ছিলাম, তখন আমার সহভ্রাতারা প্রায় সকলেই অসুস্থ হওয়ায় তাঁদের স্থান কিছুকালের মত পূরণ করতে বাধ্য হলে আমাকে বেশ কয়েক দিনের মত লম্বা লম্বা পথ চলার দরকার ছিল; সেসময় আমি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম—বিশ্বাস কর: আমার কাছে সময় কখনও দীর্ঘ মনে হচ্ছিল না।

আবার অনেকেও আছেন যাঁরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োজিত হওয়ায় প্রার্থনায় নিজেদের পূর্ণাঙ্গভাবেই নিমজ্জিত করেন,—মাছ ঢেউয়ের মধ্যে নিজেকে যেভাবে নিমজ্জিত করে। এঁদের হৃদয়ে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। আহা, উদারমনা এ সকল প্রাণকে আমি কতই না ভালবাসি! আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ও সাধ্বী কোলেট আমাদের প্রভুকে দেখতে পেতেন ও তাঁর সঙ্গে সেভাবে কথা বলতেন আমরা একে অপরের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি।

আর আমরা! আমরা তো কতবারই না গির্জায় এসে জানি না আমাদের কী করা উচিত বা কী যাচনা করা উচিত! অথচ যতবার আমরা কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাই, ততবার ভালই জানি আমাদের যাওয়ার কারণ কী। এমনকি বেশ কয়েকজন আছে যারা—মনে হচ্ছে—ঈশ্বরকে একথা বলে, 'তোমার কাছে আমাকে কেবল দু'কথা বলার আছে, তাই তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সেরে তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।' আমি একথা সবসময়ই ভাবি যে, আমরা যখন প্রভুর আরাধনা করতে গির্জায় যাই, তখন যা যাচনা করি তা নিশ্চয়ই পেতাম যদি সত্যকার জীবন্ত বিশ্বাস ও সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হৃদয়ে প্রার্থনা করতাম।

শ্লোক ২ করি ৪:১৭; ১ করি ২:৯ দ্রঃ

℣ আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য যা জমিয়ে রাখছে,

℟ তা অপরিমেয় ও অতি গুরুভার গৌরব।

℣ কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য তা-ই প্রস্তুত করেছেন:

℟ তা অপরিমেয় ও অতি গুরুভার গৌরব।

৫ই আগষ্ট

রোমে মারীয়ার নামে নিবেদিত মহাগির্জার উৎসর্গ-দিবস

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসস-মহাসভায় আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশ **উপদেশ ৪**

ঈশ্বরজননী মারীয়ার জয় হোক!

আমি এখানে সমবেত পবিত্রজনদের এই আনন্দপূর্ণ ও সক্রিয় মণ্ডলীকে দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা ধন্য নিত্যকুমারী ঈশ্বরজননী দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তৎপর হয়ে এলেন। তাই আমি গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত হলেও তবু এখানে উপস্থিত এই পুণ্য পিতৃগণের দর্শন আমার অন্তরে মহা আনন্দ সঞ্চার করছে। সামসঙ্গীত-রচয়িতা দাউদের সেই মধুর বাণী আজ এখানে আমাদেরই মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে: *দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!*

সুতরাং, হে পবিত্র রহস্যময় ত্রিত্ব, তুমি যে পবিত্রা ঈশ্বরজননী মারীয়ার এই মন্দিরে আমাদের সকলকে সমবেত করেছ, আমরা তোমাকে প্রণাম জানাই!

আমরা তোমাকেও, হে ঈশ্বরজননী মারীয়া, প্রণাম জানাই! তুমি যে সারা পৃথিবীর সম্মাননীয় ধন, অনির্বাণ প্রদীপ, কুমারীত্বের ভূষণ, সত্য ধর্মতত্ত্বের রাজদণ্ড, অবিনশ্বর মন্দির! তুমি যে তাঁরই সিন্দুক যাঁকে কোন স্থানে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তুমি যে সেই মাতা ও কুমারী যাঁর মধ্য দিয়ে পবিত্র সুসমাচারের কথা অনুসারে *যিনি প্রভুর নামে আসছেন* তাঁকে *ধন্য বলা হয়।*

প্রণাম! যিনি অসীম ও সীমাবদ্ধতার অতীত, তুমি তাঁকে আপন কুমারী গর্ভে ধারণ করেছ। তোমার জন্য পবিত্র ত্রিত্ব গৌরবান্বিত ও পূজিত; তোমার জন্য মহামূল্যবান সেই ক্রুশ পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রশংসিত ও সম্মানিত; তোমার জন্য স্বর্গলোক উল্লসিত; তোমার জন্য দূত-মহাদূতবৃন্দ পুলকিত; তোমার জন্য অপদূতেরা বিতাড়িত; তোমার জন্য সেই প্রলুব্ধকারী শয়তান স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত; তোমার জন্য পতিত সৃষ্টজীব স্বর্গে উন্নীত; তোমার জন্য প্রতিমার ক্রীতদাস এই মানবজাতি সত্যজ্ঞান-প্রাপ্ত; তোমার জন্য বিশ্বাসী সকল পবিত্র দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ-লব্ধ; তোমার জন্য আনন্দ-তেল আগত; তোমার জন্য বিশ্বজুড়ে মণ্ডলীগুলো স্থাপিত; তোমার জন্য সকল জাতি মনপরিবর্তনের দিকে চালিত।

এর চেয়ে আর কী বলা যেতে পারে? তোমার জন্য ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র জ্যোতিরূপে উদ্ভাসিত হলেন *তাদেরই জন্য যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বাস করে;* তোমার জন্য নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন; তোমার জন্য প্রেরিতদূতেরা জগতের কাছে পরিত্রাণের কথা প্রচার করলেন; তোমার জন্য মৃতেরা পুনরুত্থান করল; তোমার জন্য রাজারা পবিত্র ত্রিত্বের নামে রাজত্ব করেন।

আর কোন্ মানুষই বা সেই মারীয়ার গুণকীর্তন উপযুক্তভাবেই করতে পারবে, যিনি সর্বস্তুতির যোগ্য? তিনি মাতা, কুমারীও তিনি! আহা, কী বিস্ময়কর ব্যাপার! এ অলৌকিক কাজ ধ্যান করতে বসে আমি তো স্তম্ভিতই হয়ে পড়ি! কেবা কখনও তেমন কথা শুনেছে যে, যে নির্মাতা মন্দির নির্মাণ করল, তাকে সেই মন্দিরে বাস করতে নিষেধ করা হল? তিনি আপন দাসীকে আপন জননী হতে আহ্বান করলেন, এর জন্য কেবা ভর্ৎসনার যোগ্য?

দেখ, সমস্ত কিছু আনন্দে বিরাজিত। আহা! ঈশ্বরের মন্দির সেই নিত্যকুমারী মারীয়া ও তাঁর সন্তান ও নিষ্কলঙ্ক

বরের প্রশংসাগান গেয়ে আমরা যেন পরম একেশ্বরকে পূজা ও আরাধনা করতে, ও সেই অবিচ্ছিন্ন ত্রিত্বকে সম্ভ্রম ও সেবা করতে যোগ্য হয়ে উঠি—তাঁর গৌরব হোক যুগ যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক

℣ তোমরা যারা প্রভুকে ভালবাস, আমার সঙ্গে তোমরা সকলে আনন্দ কর; কারণ আমি ক্ষুদ্র হলেও সেই পরাৎপর আমাতেই প্রীত হলেন:

℟ আর আমি মানবেশ্বরকে জন্ম দিলাম।

℣ যুগে যুগে সকলেই আমাকে ধন্যা বলবে, কারণ ঈশ্বর এ নম্র দাসীর দিকে মুখ তুলে চাইলেন,

℟ আর আমি মানবেশ্বরকে জন্ম দিলাম।

৬ই আগস্ট

প্রভু যীশুর দিব্য রূপান্তর

পর্ব

প্রথম পাঠ - ২ করি ৩:৭–৪:৬

নব সন্ধির গৌরব খ্রীষ্টে উদ্ভাসিত

ভ্রাতৃগণ, মৃত্যুর সেই যে সেবাকর্ম যা পাথরে লেখা ও খোদাই-করা, তা যদি এমন গৌরবের মধ্যে ঘটেছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশীর মুখের গৌরবের কারণে—সেই গৌরব ক্ষণস্থায়ী হলেও—তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারল না, তবে আত্মার সেবাকর্ম আর কত উজ্জ্বলতর গৌরবেই না মণ্ডিত হবে! কেননা দণ্ডের সেবা-পদ যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে। এমনকি, সেদিক থেকে যা একসময় গৌরবময় ছিল, এই সন্ধির উজ্জ্বলতম গৌরবের তুলনায় তা গৌরবময় আর নয়। কারণ যা ক্ষণস্থায়ী ছিল, তা যদি গৌরবময় হল, তবে যা নিত্যস্থায়ী, তার আরও কতই না গৌরবময় হওয়ার কথা।

সুতরাং আমাদের তেমন প্রত্যাশা থাকায় আমরা অধিক সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলি; এবং মোশীর মত করি না: তিনি তো নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত রাখতেন, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাকিয়ে সেই ক্ষণস্থায়ী গৌরবের শেষ পরিণাম না দেখে। কিন্তু তাদের মন রুদ্ধ ছিল; বস্তুত আজও পর্যন্ত প্রাক্তন সন্ধি পাঠ করার সময়ে সেই আবরণ থেকে যাচ্ছে, তা সরানোও যাচ্ছে না, কেননা সেই আবরণ খ্রীষ্টেই লোপ পায়; আজও পর্যন্ত যখন মোশী-পাঠ হয়, তখন তাদের হৃদয়ের উপরে একটা আবরণ পাতা থাকে। কিন্তু তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে। প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা। আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জাকর যত গোপনীয়তা পরিহার ক'রে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না করে আমরা বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াই। আর যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে। তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রীষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে পায়। বস্তুত আমরা নিজেদের নয়, খ্রীষ্টযীশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যীশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস। আর যিনি বলেছেন, *অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক,* সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন

করে চলি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১-২

℟ দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন!

℣ আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই।

℟ আমরা জানি: খ্রীষ্ট প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।

℣ আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা ১৭:২৬-২৯

ঈশ্বর খ্রীষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে বিধর্মীদের হৃদয়
সেই গৌরবেই আলোকিত করেছেন
যে গৌরবে খ্রীষ্টের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত

তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ। প্রভু আপন পবিত্রজনদের আলোকিত করেন ও তিনি নিজেই ধার্মিকদের হৃদয়ে উজ্জ্বল। এজন্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে দে'খে জেনে রেখ, তার উপর ঈশ্বরের সেই গৌরব অবতীর্ণ হয়েছে; ঈশ্বর তার অন্তরকে ঐশপ্রজ্ঞা ও ঐশজ্ঞান দ্বারা আলোকিত করেছেন।

সেই গৌরব মোশীর মুখও শারীরিক ভাবে আলোকিত করেছিল, ও সেই মুখের গৌরব এতই রূপান্তরিত হয়েছিল যে, তা দেখে ইস্রায়েলীয়েরা ভয় পেত; তাই মোশী একটা আবরণ দিয়ে মুখ আবৃত রাখতেন যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর মুখ দেখে ভয় না পায়।

মোশীর মুখ হল বিধানের দীপ্তি; কিন্তু বিধানের জ্যোতি অক্ষরে বিরাজ করে না, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক অর্থ জ্ঞানেই নিহিত। সুতরাং যতদিন মোশী জীবিত ছিলেন ও ইহুদী জাতির কাছে কথা বলতেন, ততদিন তাঁর মুখ আবরণে আবৃত ছিল।

কিন্তু মোশীর মৃত্যুর পরে নূনের সন্তান যোশুয়া প্রবীণদের কাছে ও জনগণের কাছে একটা আবরণের মধ্য দিয়ে আর কথা বলতেন না, কিন্তু *অনাবৃত মুখেই* কথা বলতেন, আর কেউই ভয়ে অভিভূত হত না; কেননা ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন যে, মোশীর বেলায় যেভাবে হয়েছিল, তাঁর বেলায়ও সেভাবে হবে, কিন্তু মুখের গৌরব দিয়ে নয়, কর্মকীর্তি দিয়েই তিনি তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন। এতে পবিত্র আত্মা আভাস দিচ্ছিলেন যে, প্রকৃত যোশুয়া সেই যীশুই আসবেন, আর যারা তাঁর প্রতি মন ফেরাবে ও তাঁর কথা শুনবে তিনি তাদের হৃদয়ের সেই আবরণ সরিয়ে দেবেন, যাতে তারা প্রকৃত ত্রাণকর্তাকে অনাবৃত মুখেই দেখতে পায়।

তাতে সর্বশক্তিমান পিতা খ্রীষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে বিধর্মীদের হৃদয় সেই গৌরবেই আলোকিত করেছেন যে গৌরবে খ্রীষ্টযীশুর শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। প্রেরিতদূত কথাটা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বলেন, *যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।*

এজন্যই তো দাউদ প্রভু যীশুকে বলতেন, *তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল*; কারণ তিনি খ্রীষ্টের শ্রীমুখের দর্শন পেতে বাসনা করছিলেন যাতে তাঁর অন্তর আলোকিত হয়—একথা দেহধারণ সংক্রান্ত কথা বলে বিবেচনাযোগ্য। বাস্তবিকই *অনেক নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি আমাকে দেখতে বাসনা করলেন*—স্বয়ং প্রভুরই উক্তি! দাউদ যে তা-ই দেখতে চেষ্টা করছিলেন যা মোশীকেও দেখতে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ তিনি যে অশরীরী ঈশ্বরের শ্রীমুখ শারীরিক রূপেই দেখতে চাচ্ছিলেন এমন নয়; মোশীর মত প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিও আধ্যাত্মিক অর্থে ছাড়া কি আক্ষরিক অর্থেই তেমন বাসনা ব্যক্ত করতে পারতেন? কিন্তু তবুও আমাদের বাসনা দ্বারা আমাদের নিজেদের

ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাঁরই শ্রীমুখের দর্শন পেতে বাসনা করছিলেন যাঁর আগমন কুমারীর মধ্য দিয়ে ঘটবার কথা ছিল; তিনি তেমন বাসনা করছিলেন যাতে হৃদয়েই আলোকিত হতে পারেন, তাঁরাও যেভাবে আলোকিত হয়েছিলেন যাঁরা একে অপরকে বলছিলেন: *যখন তিনি আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল না?*

শ্লোক ২ করি ৪:৬; সাম ১১২:৪

প্র যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন
উ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।
প্র ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য তিনি যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস: তিনি দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়;
উ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

বিকল্প (খ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩৫**

এসো, শুভকর্ম দ্বারাই দিব্য জ্যোতির সহভাগী হই

পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যীশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠল।

এই তো প্রসন্নতার সময়, এই তো পরিত্রাণের দিন, এই তো ঈশ্বরের সেই নবীন ও সনাতন দিন যা ঘণ্টা দ্বারা পরিগণিত নয়, যা ছোট বড় হয় না, যাতে রাতও বাধা দেয় না, কেননা এ হল সেই *ধর্মময়তার সূর্যেরই* দিন *যার বেলায় পরিবর্তন নেই, বিকৃতির লেশমাত্রও নেই।* পিতার সঙ্কল্পে ও পবিত্র আত্মার সহযোগিতায় খ্রীষ্ট প্রসন্ন হয়ে এ দিনের মধ্য দিয়ে আমাদের উপর নিজ জ্যোতি বিকিরণ করলেন ও *অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে* আমাদের চালনা করলেন; আর যেহেতু তিনি হলেন সেই সূর্য যার কখনও অস্তগমন হয় না, সেজন্য তিনি আমাদের উপরে চিরকাল ধরেই উদ্ভাসিত হতে থাকবেন।

কিন্তু ধর্মময়তার ও সত্যের সূর্য হওয়ায় তিনি তাদের উপর উদ্ভাসিত হবেন না বা তাদের দ্বারা স্পষ্টরূপে পরিচিত হবেন না যারা মিথ্যার প্রশংসা করে, ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিকভাবে ব্যবহার করে না, বা নিজেদের কাজকর্মে ধর্মময় নয়। কিন্তু যারা সদ্ব্যবহার করে, সত্য ভালবাসে ও তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ও নিজ জ্যোতি দানে তাদের আনন্দিত করেন—শাস্ত্র যেমনটি বলে: *ধার্মিকের জন্য এখন আলোর উদয়, সরলহৃদয়ের জন্য আনন্দের আবির্ভাব।* আর ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে সামসঙ্গীত-রচয়িতা ঈশ্বরের উদ্দেশে এ কথাও গান করেন: *তাবর ও হার্মোন পর্বত করে তোমার নামের আনন্দগান:* এতে সেই আনন্দেরই ভবিষ্যদ্বাণী চিহ্নিত ছিল, যে আনন্দ একদিন তাঁদেরই হৃদয় পরিপ্লুত করবে যাঁরা তাবর পর্বতে খ্রীষ্টের দিব্য রূপান্তরের সাক্ষী হবেন।

এখন, ইসাইয়া একথা বলেন: *অন্যায্যতার গিঁট খুলে দাও, জোয়ালের বন্ধন মুক্ত কর, অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দাও।* তা করলে কী ঘটবে? *তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে! তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে, প্রভুর গৌরব তোমাকে আবৃত করবে।* আর শুধু তা নয়: *তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও, যদি না খেয়ে তোমার নিজের খাবার ক্ষুধিতকে দাও, যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও, তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে।* কেননা যাদের উপর এ ধর্মময়তার সূর্য উদিত হয়, এই সূর্য অন্য সূর্যেই তাদের রূপান্তরিত করে: হ্যাঁ, *ধার্মিকেরা আমার পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে!*

সুতরাং *এসো, অন্ধকারের কাজকর্ম ত্যাগ করে আলোর রণসজ্জা পরিধান করি,* যাতে তেমন দিনমানের আলোতে যেভাবে চলাফেরা কারা উচিত আমরা সেভাবে ব্যবহার করি, আর শুধু তা নয়, কিন্তু যেন *আলোর সন্তানও* হতে পারি। এসো, সেই পর্বতে যাই যেখানে খ্রীষ্ট উজ্জ্বল হয়েছিলেন, এবং গিয়ে দেখি সেখানে কী

ঘটেছিল; এমনকি আমরা আলোর সন্তান হলে ও তেমন দিনেরও যোগ্য হলে স্বয়ং ঐশবাণীই উপযুক্ত সময়ে সেখানে আমাদের চালিত করবেন। এখন কিন্তু আমি তোমাদের অনুরোধ করি, মনশ্চক্ষু সুসমাচারের বাণীর আলোর দিকেই তোল, যাতে ইতিমধ্যেই তোমরা তোমাদের বিবেকের নবীকরণ গুণে রূপান্তরিত হতে পার, ও স্বর্গ থেকে নিজেদের উপর সেই দিব্য জ্যোতি আকর্ষণ করে সেই প্রভুর গৌরবের সহভাগী হতে পার যাঁর শ্রীমুখ আজ পর্বতচূড়ায় সূর্যের মত উজ্জ্বল হল।

শ্লোক ২ করি ৪:৬; সাম ১১২:৪

প্র যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন
উ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।
প্র ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য তিনি যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস: তিনি দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়;
উ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

বিকল্প (গ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৮:২,৩-৬**

খ্রীষ্টই ঈশ্বরের অনন্য বাণী

প্রভু যীশু সূর্যের মত উজ্জ্বল হলেন; তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র হল; আর মোশী ও এলিয় তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। পিতর তা দেখতে পেলেন বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মত মানবীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে বললেন: *প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম।* তিনি তো লোকদের ভিড়ের মধ্যে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন; পর্বতে গিয়ে নির্জনে কিছুটা শান্তি পেয়েছিলেন; সেখানে তাঁর আত্মার খাদ্য রূপে খ্রীষ্টই ছিলেন। তাই কেনই বা তাঁকে আবার সেই পরিশ্রম ও দুঃখের মধ্যে নিচে ফিরে যেতে হবে, যখন এখানে তিনি পবিত্র ঈশ্বর-প্রেম অনুভব করছিলেন ও ফলত পুণ্যাচরণ পাচ্ছিলেন? তিনি তো নিজেরই জন্য সুখ চাচ্ছিলেন, এজন্যই বললেন, *আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।* তাঁর কথায় প্রভু কোন উত্তর দেননি, অথচ পিতর সাড়া পেলেন; কেননা তিনি কথা বলতে বলতে উজ্জ্বল একটি মেঘ এসে তাঁদের আচ্ছাদিত করল। পিতর তিনটে কুটিরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বর্গের সাড়ায় প্রকাশ পেল যে, মানবজ্ঞান যা বিভক্ত করতে চাচ্ছিল, তা এক। হ্যাঁ, ঈশ্বরের বাণী হলেন খ্রীষ্ট—ঈশ্বরের বাণী বিধানে নিহিত, ঈশ্বরের বাণী নবী-পুস্তকে নিহিত। তাই, হে পিতর, কেনই বা তুমি তা বিভক্ত করতে চেষ্টা করেছ? তোমার উচিত বরং তা একীভূতই করা। তুমি তিনটির জন্যই জিজ্ঞাসা করেছ: এবার বোঝ, সেই তিনটি এক!

মেঘটি তাঁদের আচ্ছাদিত করছিল ও তাঁদের জন্য যেন একটিমাত্র কুটির হচ্ছিল এমন সময়ে মেঘের ভিতর থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র।* সেখানে মোশী ছিলেন, সেখানে এলিয়ও ছিলেন, কিন্তু কণ্ঠটি বলেননি, এরাই আমার প্রিয়তম পুত্র; কেননা একমাত্র পুত্র একটা কথা, ও দত্তকপুত্র আলাদা কথা। বিধান ও নবীরা যাঁকে নিয়ে গর্ব করে এসেছিলেন, তাঁকে সকলের মধ্য থেকে অনন্য বলে পৃথক করা হচ্ছিল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তাঁর কথা শোন।* তোমরা বিধানে এঁকে শুনেছিলে, নবী-পুস্তকেও এঁকে শুনেছিলে; এমনকি কোথায়ই বা এঁকে শোননি? তেমন কথা শুনে তাঁরা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

আমাদের কাছে ইতিমধ্যে দেখানো হল যে, ঐশরাজ্য মণ্ডলীতেই উপস্থিত। এইখানে তো প্রভু উপস্থিত, বিধান ও নবীরাও এইখানে উপস্থিত; কিন্তু প্রভু এখানে প্রভুরূপেই উপস্থিত, অপরদিকে বিধান মোশীর ব্যক্তিত্বেই উপস্থিত ও নবীরা এলিয়ের ব্যক্তিত্বেই উপস্থিত—আর এঁরা দু'জন এখানে দাসরূপে উপস্থিত, অধীনস্থ ব্যক্তিরূপেই উপস্থিত। এঁরা পাত্ররূপে উপস্থিত, তিনি কিন্তু জলের উৎসরূপেই উপস্থিত। মোশী ও সকল নবী কথা বললেন ও অনেক কিছু লিখলেন বটে, কিন্তু এঁরা যখন বাণী দিতেন, তখন তিনিই তাঁদের পরিপূর্ণ করছিলেন।

হাত বাড়িয়ে প্রভু উপুড় হয়ে পড়া শিষ্যদের উত্তোলন করলেন; আর *তাঁরা কেবল যীশুকেই ছাড়া আর কাউকে*

দেখতে পেলেন না। শিষ্যেরা যে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, তার অর্থ হল যে আমরা মরণশীল, কেননা মানুষকে বলা হয়: *মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে, আর মাটিতেই আবার ফিরে যাবে।* অতএব যখন প্রভু তাঁদের উত্তোলন করলেন, তখন পুনরুত্থানের কথাই ইঙ্গিত করছিলেন। পুনরুত্থানের পর তোমার কি বিধানের আর কোন প্রয়োজন হবে? নবী-পুস্তকের কোন দরকার হবে? এজন্যই এলিয়কে আর দেখা যাচ্ছে না, মোশীকেও আর দেখা যাচ্ছে না। তবে তোমার হাতে কী থেকে যাচ্ছে? *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর।* বাণীই তোমার হাতে থেকে গেছেন, *যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।*

হে পিতর, নিচে ফিরে যাও। তোমার বাসনা ছিল, তুমি পর্বতে বিশ্রাম করবে, কিন্তু প্রভু এখন তোমাকে বলছেন, যাও, জগতে কাজ করার জন্য নিচে যাও, জগতের সেবা করতে যাও, জগতে দণ্ডিত ও ক্রুশবিদ্ধ হতে যাও। কেননা নিহত হবার জন্যই জীবন নেমে এলেন; ক্ষুধিত হবার জন্যই রুটি নেমে এলেন; যাত্রাকালে পরিশ্রান্ত হবার জন্যই পথ নিজেই নেমে এলেন; পিপাসিত হবার জন্যই জলের উৎস নেমে এলেন। তুমি কি কাজ করতে ও কষ্টভোগ করতে অসম্মত? নিজের স্বার্থের অন্বেষণ করো না; ভালবাসাই চর্চা কর, সত্য প্রচার কর। তবেই অমরত্ব অর্জন করবে ও বিশ্রাম পাবে।

শ্লোক ২ করি ৪:৬; সাম ১১২:৪

℣ যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন
℟ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।
℣ ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য তিনি যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস: তিনি দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়;
℟ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

৭ই আগষ্ট

পোপ দ্বিতীয় সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ানের পত্রাবলি **পত্র ৮০**

খ্রীষ্টের সৈন্যের জন্য মৃত্যু নেই, জয়মালাই রয়েছে

প্রিয় ভাই, আমি আপনার কাছে আমার কোন লেখা সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাতে পারিনি, কারণ এ মণ্ডলীর যাজকবর্গের মধ্যে কেউই কোথাও যেতে পারছিলেন না, যেহেতু সকলেই নির্যাতনের ঝড়ের মধ্যেই ছিলেন—এমন নির্যাতন কিন্তু যা স্বর্গে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তীর্ণ হতে তাঁদের আন্তরিকভাবে অধিক প্রস্তুত পেয়েছে।

এখন আপনাকে জানাচ্ছি সেই সমস্ত খবরাখবর যা আমার হাতে রয়েছে। যে দূতদের আমি রোমে প্রেরণ করেছিলাম তারা যেন আমার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত—সেই সিদ্ধান্ত যে প্রকারেরই হোক না কেন—ভালোমত জেনে তা আমাকে জানায়, (যাতে করে চারদিকে বিস্তারিত সেই সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত ধারণা ও কল্পনার সমাপ্তি ঘটে), সেই সকল দূত রোম থেকে ফিরে এসেছে। আর এবিষয়ে যথার্থভাবে প্রমাণিত সত্য এরূপ:

সম্রাট ভালেরিয়ানুস প্রবীণদের সভার কাছে নিজ জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন, যা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিশপ, পুরোহিত ও পরিসেবকদের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক। উপরন্তু, প্রবীণদের সভার খ্রীষ্টান সদস্য, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব, ও তাঁরা যাঁদের উপাধি 'রোমীয় অশ্বারোহী', তাঁদের পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হোক, বাজেয়াপ্তও করা হোক। বাজেয়াপ্তির পরেও তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম স্বীকারে স্থির থাকলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। সম্ভ্রান্ত বংশের সকল খ্রীষ্টান মহিলাকে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া হোক। সাম্রাজ্যের যে সকল কর্মচারী খ্রীষ্টধর্ম আগেই স্বীকার করেছেন বা এখন স্বীকার করছেন, তাঁদেরও একইপ্রকারে বাজেয়াপ্ত করা হোক; তারপরে তাঁদের গ্রেপ্তার করার পর সাম্রাজ্যের নানা সম্পদে নিযুক্ত দাসের তালিকায় তাঁদের তালিকাভুক্ত করা হোক।

তেমন বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ভালেরিয়ানুস একটা পত্রও যুক্ত করেছেন যা তিনি প্রদেশপালদের কাছে পাঠিয়েছেন—

পত্রটির বিষয়বস্তু এই আমি। আমি দিনে দিনে এ পত্রের অপেক্ষায় আছি, এমনকি বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও বলীয়ান হয়ে আমি আমার প্রত্যাশায় পত্রটি কেমন যেন দ্রুতগামীই করতে ইচ্ছা করি। সাক্ষ্যমরণের সামনে আমার সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট: আমি সাক্ষ্যমরণের প্রতীক্ষায় আছি এ আস্থায় পূর্ণ হয়ে যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও দানশীলতার কাছ থেকে আমি অনন্ত জীবনের জয়মালা গ্রহণ করব।

আপনাদের অবগত করছি যে, ৬ই আগস্টে সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গে চারজন পরিসেবক কবরস্থানের এলাকায় থাকাকালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন। রোম কর্তৃপক্ষ এ নিয়ম পালন করছে যে, যাদের খ্রীষ্টান বলে অভিযুক্ত করা হয়, তাদের বিচারদন্ড ভোগ করতে হবে ও রাজ-তহবিলের উপকারিতায় তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যাচনা করি, যা কিছু জানিয়েছি তা যেন অন্য বিশপ-সহভ্রাতাদের অবগতিতে আনা হয়, যেন তাঁদের চেতনা-বাণী দ্বারা আমাদের মন্ডলীকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উদ্দেশে অধিক উত্তমরূপে উৎসাহিত ও প্রস্তুত করা যেতে পারে। এ এমন উদ্দীপনা জাগাবে যাতে মানুষ মৃত্যুর চেয়ে অমরত্বেরই মঙ্গল অধিক শ্রেয় গণ্য করে, উদ্দীপ্ত বিশ্বাসে ও বীরসুলভ দৃঢ়তায় প্রভুর প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে, এবং নিজ বিশ্বাস-স্বীকারের চিন্তাকে ভয় করার চেয়ে বরং যেন ভালইবাসে। ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের সৈন্যেরা ভালোমতই জানে যে, তাদের আত্মোৎসর্গ মৃত্যুর চেয়ে বরং জয়মালা।

শ্লোক ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩ দ্রঃ

℣ আমরা যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
℟ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।
℣ প্রভুর খাতিরেই তো আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য,
℟ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

একই দিন ৭ই আগস্ট

সাধু কাজেতান, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু কাজেতানের পত্রাবলি

বিশ্বাস গুণে খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করুন

কন্যা, আমি তো পাপী মানুষ, ও নিজেকে নগণ্য জ্ঞান করি, কিন্তু প্রভুর পুণ্য সেবকদের উপর নির্ভর করি তাঁরা যেন ধন্য খ্রীষ্টের কাছে ও তাঁর জননীর কাছে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করেন। একথা বিস্মৃত হয়ো না যে, সকল সাধুসাধ্বীও তোমাকে খ্রীষ্টের কাছে ততখানি প্রিয়া করতে পারেন না যতখানি তুমি নিজেই পার। ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভর করে, আর তুমি যদি ইচ্ছা কর, খ্রীষ্ট তোমাকে ভালবাসবেন ও তোমার সহায়তা করবেন, তবে তুমিই তাঁকে ভালবাস ও তোমার ইচ্ছাকে তাঁর গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য কর, এবং এবিষয়ে সন্দেহ করো না যে, সকল সাধুসাধ্বী ও সকল সৃষ্টজীব তোমাকে ত্যাগ করলেও তিনি তোমার প্রয়োজনে সর্বদাই তোমার সহায়তা করবেন।

এ বিষয়েও নিশ্চিত হও যে, পৃথিবীতে আমরা প্রবাসী ও যাত্রী: স্বর্গই আমাদের মাতৃভূমি। যে গর্বিত হয়, সে পথভ্রষ্ট হয় ও মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হয়। ইহলোকে জীবনযাপন করতে করতে আমাদের উচিত অনন্ত জীবন অর্জন করা; তথাপি একাকী হয়ে আমরা অক্ষম, কারণ আমাদের পাপের দরুন তা হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য তা পুনরায় অর্জন করেছেন। এজন্য আমাদের উচিত সমস্ত পরিস্থিতিতেই তাঁকে ধন্যবাদ জানানো, প্রেম করা, তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়া, ও তাঁর সঙ্গে সর্বদাই থাকার জন্য যথাসাধ্য কাজ করা।

তিনি আমাদের খাদ্যরূপেই নিজেকে দান করেছেন। হায় হায়, কতই না হতভাগা সেই মানুষ যে তেমন মহাদান জানে না। আমাদের এমনটি দেওয়া হয়েছে যাতে কুমারী মারীয়ার সন্তান সেই খ্রীষ্টকে লাভ করি। আমরা কি তাঁকে ফিরিয়ে দেব? ধিক্ তাকেই, যে তাঁকে গ্রহণ করার চিন্তাও করে না। কন্যা, আমার জন্য যে মঙ্গল যাচনা করি, তোমার জন্যও তা উদ্দীপ্ত অন্তরে যাচনা করি, কিন্তু তবুও তা পাবার জন্য কুমারী মারীয়ার কাছে বারবার

প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য পথ নেই: তিনিই তাঁর আপন গৌরবময় পুত্রের সঙ্গে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হন। আর শুধু তা নয়, সাহস করে তাঁকে অনুনয় কর, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে যজ্ঞবেদির পবিত্রতম সাক্রামেন্তে আত্মার প্রকৃত খাদ্যরূপে তোমাকে দান করেন। তিনি তাঁকে মনের আনন্দেই তোমাকে দান করবেন, আর তিনি তোমাকে সুস্থির করতে অধিক মনের আনন্দেই আসবেন, তুমি যেন ফাঁদে ও শত্রুতে পূর্ণ এ অন্ধকারময় বনের মধ্যে নিরাপদেই পা বাড়াতে পার। হ্যাঁ, কুমারীর সহায়তার হাতে নিজেদের সঁপে দিলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

কন্যা, নিজের সঙ্কল্প অনুসারে তাঁকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করো না, তুমিই বরং তোমার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা যে তিনি, তাঁরই হাতে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন কর, ও এমনটি কর তিনি যেন তোমাকে গ্রহণ করেন, যাতে তিনিই তোমাকে দিয়ে ও তোমার মধ্যে যা ইচ্ছা তাই করেন। আমি তা-ই বাসনা করি, তা-ই তোমার কাছে যাচনা করি; এবং আমার যথাসাধ্য অনুসারে তা-ই তোমার কাছে প্রত্যাশা করি।

শ্লোক ফিলি ১:২১ দ্রঃ

প্র ন্যায়বান ও পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রশংসার যোগ্য! তাঁর ভালবাসা ছিল অপরিসীম:
উ সংসারের মহত্ত্ব অস্বীকার করে তিনি স্বর্গরাজ্য লাভ করলেন।
প্র তাঁর কাছে জীবন ছিলেন খ্রীষ্ট, ও মৃত্যু লাভ:
উ সংসারের মহত্ত্ব অস্বীকার করে তিনি স্বর্গরাজ্য লাভ করলেন।

৮ই আগস্ট

সাধু দমিনিক, পুরোহিত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - প্রচারক-সমাজের ইতিকথা

তিনি হয় ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন,
না হয় ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলতেন

দমিনিক মহাসাধুতা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ও দিব্য ভক্তির উদ্দীপ্ত উদ্দীপনা দ্বারা সর্বদাই উদ্দীপিত ছিলেন। তাঁকে দেখলেই অনুভব করা যেতে পারত, বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত।

তাঁর স্বভাবের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যই অপরিবর্তনশীলতা, তিনি কেবল অপরের দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতির জন্যই অস্থির হতেন। আর যেহেতু আনন্দপূর্ণ হৃদয় মুখমণ্ডল স্বচ্ছ করে তোলে, সেজন্য তিনি আন্তরিক মানুষের শান্ত শালীনতা বাহ্যিক মঙ্গলভাব ও সুখী ব্যবহারের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতেন।

তিনি কথা ও কাজে সর্বস্থানেই নিজেকে সুসমাচার অনুযায়ী মানুষ বলে ব্যক্ত করতেন। দিনের বেলায় সহভ্রাতাদের ও অপরের সঙ্গে কেউই তাঁর চেয়ে অধিক মিশুক ছিল না, অধিক স্নেহময়ও ছিল না। রাতে জাগরণ ও প্রার্থনায় কেউই তাঁর চেয়ে অধিক অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান ছিল না।

তিনি ছিলেন স্বল্প কথার মানুষ, আর মুখ খুললে তবে হয় প্রার্থনায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন, না হয় ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলতেন। এ ছিল সেই নিয়ম যা তিনি নিজে পালন করতেন ও যা পালন করতে ভাইদের চেতনা দিতেন।

তিনি বিশেষভাবে একটি অনুগ্রহ ঈশ্বরের কাছে যাচনা করতেন, তা ছিল এমন উদ্দীপ্ত ভালবাসা যা মানুষের পরিত্রাণের জন্য কার্যকর ভাবে কাজ করতে তাঁকে উদ্দীপনা দেবে। কেননা তাঁর এ ধারণা ছিল যে, কেবল তখনই তিনি খ্রীষ্টদেহের খাঁটি অঙ্গ হতে পারবেন যখন আত্মাদের জয় করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ও যথাশক্তিতে নিয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি সেই ত্রাণকর্তার অনুকারী হতে ইচ্ছা করছিলেন যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করলেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচারক ভ্রাতা সঙ্ঘ স্থাপন করলেন, এতে দীর্ঘ দিন ধরে অন্তরে লালিত এমন এক পরিকল্পনা মূর্ত করলেন যা ঐশযত্নশীলতারই চিহ্ন।

তিনি কথায় ও পত্র দিয়ে ভাইদের বারবারই চেতনা দিতেন তাঁরা যেন পুরাতন ও নূতন নিয়ম অধ্যয়ন করেন। তিনি মথি-রচিত সুসমাচার ও সাধু পলের পত্রাবলি সবসময়ই সঙ্গে করে নিতেন, এমনকি এ পত্রগুলো ধ্যানে এত দীর্ঘকাল ব্যয় করতেন যে, তা অধিকাংশই মুখস্থ করেছিলেন।

তাঁকে দু' তিনবার বিশপ পদে নির্বাচন করা হল, তিনি কিন্তু সবসময় অসম্মত হলেন, বরং চাচ্ছিলেন আপন ভাইদের সঙ্গে দরিদ্রতায় জীবন যাপন করবেন। শেষ পর্যন্তই কৌমার্য অক্ষুণ্ন রক্ষা করলেন। খ্রীষ্টবিশ্বাসের জন্য তিনি কশাঘাতগ্রস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ হতে, এমনকি মৃত্যুই বরণ করতে বাসনা করছিলেন। পোপ নবম গ্রেগরি তাঁর বিষয়ে বললেন: 'আমি এমন মানুষকে চিনি, যিনি সবকিছুতে ও সবদিক দিয়েই প্রেরিতদূতদের আচরণ পালন করেছেন; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বর্গে তিনি তাঁদের গৌরবেরও অংশীদার।

শ্লোক সিরা ৪৮:১; মালাখি ২:৬ দ্রঃ

℟ পরিত্রাণের এমন এক নতুন প্রচারক আবির্ভূত হয়েছেন যিনি আগুনের মত।
℣ তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত।
℟ তাঁর মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তাঁর ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না;
℣ তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত।

৯ই আগস্ট

ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টা-লিখিত ক্রুশ-জ্ঞান ১

ক্রুশে বিশ্বাসী যারা, তাদের জন্য জীবনের দ্বার উন্মুক্ত

স্পষ্টভাবে বিধান পালন ক'রে এবং বিধানের পক্ষে ও বিধানের জন্য মৃত্যুবরণ ক'রে খ্রীষ্ট বিধানের জোয়াল সরিয়ে দিলেন। তিনি তা থেকে তাদেরই মুক্ত করলেন যারা তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পেতে ইচ্ছা করে। তারা কিন্তু তা পেতে পারে না, যদি না নিজেদের জীবন অর্পণ করে। *কেননা যে কেউ খ্রীষ্ট যীশুতে দীক্ষাস্নাত হয়েছে, তারা তাঁরই মৃত্যুতে দীক্ষাস্নাত হয়েছে।* তারা তাঁর নিজের জীবনেই অবগাহিত হয় যাতে তাঁর দেহের অঙ্গ হয় ও কেমন যেন তাঁর নিজের অঙ্গ হয়ে তাঁর সঙ্গে কষ্টভোগ করে ও মরে।

তেমন জীবন গৌরবের সেই দিনেই আসবে, কিন্তু এই দেহে থাকাকালেও আমরা যদি বিশ্বাস করি, তবে ইতিমধ্যেও সেই জীবনের অংশী হই; অর্থাৎ, আমরা যদি বিশ্বাস করি যে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন যাতে আমাদের সেই জীবন দান করেন। তেমন বিশ্বাসে আমরা মাথার সঙ্গে অঙ্গগুলোই যেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হই; তেমন বিশ্বাসই তাঁর জীবনের উৎসের কাছে আমাদের উন্মুক্ত করে। সুতরাং সেই ক্রুশবিদ্ধজনেই স্থাপিত যে বিশ্বাস, অর্থাৎ এমন জীবন্ত বিশ্বাস যা আত্মনিবেদিত ভালবাসায় যুক্ত বিশ্বাস, তেমন বিশ্বাস আমাদের জন্য হয়ে ওঠে জীবনের দ্বার ও ভাবী গৌরবের সূত্রপাত; ফলত ক্রুশ হল আমাদের একমাত্র গর্বের বিষয়: *আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি; তাঁরই দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।*

যে কেউ খ্রীষ্টকে বেছে নেয়, সে জগতের কাছে মৃত, জগৎও তার কাছে মৃত। সে নিজের দেহে খ্রীষ্টের যন্ত্রণার দাগ বহন করে, কষ্টভোগ করে, এবং মানুষের অবজ্ঞার পাত্র হয়, কিন্তু একই ভিত্তিতে সে বলবান হয়, কেননা ঈশ্বরের শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে। তেমন জ্ঞান অর্জন ক'রে যীশুর শিষ্য নিজের কাঁধে চাপানো ক্রুশ গ্রহণ করে শুধু নয়, বরং সে নিজেও নিজেকে ক্রুশে দেয়: *যারা খ্রীষ্টযীশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে।* তারা তীব্র সংগ্রামে নিজেদের স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যাতে পাপের জীবন তাদের অন্তরে মরে আর এইভাবে আত্মার জীবনকেই স্থান দেওয়া হয়। তেমন সংগ্রামের জন্য বিশেষ শক্তিই দরকার। কিন্তু তবুও ক্রুশ যে আমাদের শেষ লক্ষ্য এমন নয়; ক্রুশটি ঊর্ধ্বেই ধাবিত যাতে মানুষকে স্বর্গ দেখাতে পারে। ক্রুশটি কেবল একটি চিহ্ন নয়, বরং খ্রীষ্টের অপরাজিত অস্ত্রও সেই ক্রুশ: ক্রুশ হল সেই রাখালীয়

লাঠি যা দিয়ে দাউদ অলৌকিকভাবে সেই দুর্জন গলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করেন; যা দিয়ে খ্রীষ্ট স্বর্গের দ্বার জোরে আঘাত করে খুলে দেন। আর তেমন কিছু যখন পূর্ণতা লাভ করবে, তখন ঈশ্বরের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই ক্রুশবিদ্ধজনের অনুসারী সকলকে পরিপূর্ণ করবে।

শ্লোক গা ২:১৯-২০

℣ আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন,

℟ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

℣ এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,

℟ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

১০ই আগস্ট

সাধু লরেন্স, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

পর্ব

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৬:১-৬; ৮:১,৪-৮

প্রেরিতদূতদের মনোনীত সেই সাত সেবক

সেই দিনগুলিতে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন স্থানীয় নয় এমন গ্রীকভাষী ইহুদীরা স্থানীয় হিব্রুদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলল, কারণ দৈনিক সাহায্যদানে তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছিল। তখন সেই বারোজন সকল শিষ্যের একটা সভা ডেকে বললেন 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব; আর আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল, আর তারা এই কয়েকজনকে বেছে নিল: স্তেফান—ইনি ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি—এবং ফিলিপ, প্রখরস, নিকানোর, তিমন, পার্মেনাস ও আন্তিওখিয়ার নিকোলাস—ইনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারা এঁদের প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করল ও প্রার্থনা করার পর তাঁদের উপরে হাত রাখল।

[স্তেফানকে হত্যার পরে] যেরুসালেমের মণ্ডলীর উপর তীব্র নির্যাতন শুরু হল; প্রেরিতদূতেরা ছাড়া অন্য সকলে যুদা ও সামারিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল। আর ফিলিপ সামারিয়ার এক শহরে গিয়ে লোকদের কাছে সেই খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো দেখে একমন হয়ে তাঁর কথায় মনোযোগ দিত। কারণ অশুচি আত্মাগ্রস্ত অনেক লোক থেকে সেই সকল আত্মা জোর গলায় চিৎকার করে বের হচ্ছিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া মানুষ সুস্থ হচ্ছিল। তাতে সেই শহরে বড়ই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

শ্লোক সাম ১১২:৯

℣ পরিসেবক লরেন্স শুভকর্ম সাধন করলেন: ক্রুশচিহ্ন দ্বারা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

℟ তিনি মণ্ডলীর ধন গরিবদের হাতে বিলি করে দিলেন।

℣ নিঃস্বদের তিনি মুক্তহস্তে দান করলেন, তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

℟ তিনি মণ্ডলীর ধন গরিবদের হাতে বিলি করে দিলেন।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৮৫:১,২,৪**

জীবনাদর্শ কথার চেয়ে অধিক কার্যকর

কোনও মানুষ যেমন কেবল নিজেরই জন্য মঙ্গলকর নয় ও জ্ঞানীর জ্ঞানও কেবল তারই জন্য উপকারী নয়,

তেমনি প্রকৃতই সমস্ত সদ্‌গুণের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যে কেউ তেমন গুণের উজ্জ্বল অধিকারী, সে ভুলভ্রান্তির অন্ধকার থেকে অনেককে বের করতে পারে; সুতরাং ঈশ্বরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাক্ষ্যমরদের আদর্শের চেয়ে অধিক উপযোগী কোন আদর্শ নেই। কেননা বাক্‌পটুতা পক্ষসমর্থনের জন্য উপযোগী হতে পারে, যুক্তি অপরের মন জয় করার জন্য প্রভাবশালী হতে পারে, কিন্তু তবুও কথার চেয়ে আদর্শই সবসময় অধিক কার্যকর ও শক্তিশালী; ফলে উপদেশের চেয়ে কর্ম দ্বারাই চেতনা দেওয়া অধিক শ্রেয়।

তেমন শিক্ষাদান ক্ষেত্রে মর্যাদা ও গৌরবের জন্য সেই ধন্য লরেন্সই কতই না উজ্জ্বল, যাঁর যন্ত্রণাভোগ আজকের এ দিনটিকে উদ্ভাসিত করে! তাঁর নিজের নির্যাতকেরাও একথার প্রমাণ তখন পেতে পারল, যখন উৎসস্বরূপ খ্রীষ্টের প্রেম থেকেই তুলে আনা তাঁর সেই আশ্চর্য মনোবল কোন কিছুতেই ভাঙেনি, এমনকি তাঁর সহিষ্ণুতার আদর্শ দ্বারা অপরকেও সুস্থির করতে উপযোগী হল। বিধর্মী কর্তৃপক্ষের রোষ খ্রীষ্টদেহের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অঙ্গগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র পীড়ন চালাচ্ছিল, ও যাঁরা যাজকীয় সম্প্রদায়ের সভ্য তাঁদেরই বিশেষভাবে খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। তখনই ভক্তিহীন নির্যাতক সেই পরিসেবক লরেন্সের উপর ক্রোধে জ্বলে উঠল যিনি সাক্রামেন্ত-সম্পাদনেই শুধু নয়, রোম মণ্ডলীর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণেও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা ধারণ করছিলেন। লরেন্সের মত মানুষকে গ্রেপ্তার করলে নির্যাতকের প্রত্যাশাই সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে: বাস্তবিকই তাঁর হাত থেকে মণ্ডলীর সম্পদ পেতে পারলে তবে সত্যধর্ম থেকেও সে তাঁকে সহজেই সরিয়ে নিতে পারবে।

এজন্য অর্থললুপ ও সত্যবিরোধী সেই নির্যাতক দ্বিবিধ রিপুতে সজ্জিত: তাঁর হাত থেকে অর্থ কেড়ে নেবার জন্য কৃপণতা, ও খ্রীষ্ট থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভক্তিহীনতা। পুণ্য সম্পদের বিশ্বস্ত রক্ষকের কাছে সে মণ্ডলীর সম্পদ চায়, কেননা সেগুলোর জন্য সে অতি উদ্‌গ্রীব। কিন্তু পুণ্যবান পরিসেবক তাকে সেই স্থান দেখাতে গিয়ে যেখানে তিনি মণ্ডলীর ধন রেখেছিলেন, তাকে সেই অসংখ্য গরিব খ্রীষ্টভক্তদের ভিড় দেখালেন যাদের জন্য খাদ্য ও বস্ত্র কেনার ব্যাপারে তিনি সেই অবিনশ্বর সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, যা অধিক অক্ষুণ্নরূপেই সংরক্ষিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেহেতু অধিক পুণ্যভাবেই বিতরণ করা হয়েছিল।

নিজ কামনায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে এবং যে ধর্ম ধনের তেমন ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, তার উপরে ক্রোধপূর্ণ হয়ে সেই দস্যু অধিক মূল্যবান আর একটা ধন আক্রমণ করতে চেষ্টা করে; অর্থাৎ, যাঁর হাত থেকে আর্থিক কোন সুবিধা কেড়ে নিতে পারেনি, তাঁর কাছ থেকে সে এখন সেই গচ্ছিত সম্পদ কেড়ে নিতে চায় যা তাঁকে অধিক পুণ্যবান করছিল।

এ উদ্দেশ্যে সে লরেন্সকে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে আদেশ দেয়: পরিসেবকের অবিচল মনোবলকে হিংস্রতম পীড়নের মধ্য দিয়েই জয় করবে—এ লক্ষ্যেই তার প্রস্তুতি।

প্রিয়জনেরা, এসো, সম্পূর্ণ আত্মিকই আনন্দের সঙ্গে আনন্দ করি, ও তেমন বিখ্যাত শহীদের মৃত্যুর কথা ভেবে, এসো, সেই প্রভুতে গর্ব করি যিনি *আপন পবিত্রজনদের মাঝে অধিক প্রশংসনীয়*—এঁদেরই তিনি আমাদের প্রতিপালক ও আদর্শ রূপে নিযুক্ত করলেন।

তিনি বিশ্বজুড়েই নিজ গৌরব ব্যক্ত করতে চাইলেন যাতে সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই তাঁর সেবকদের সুনাম উদ্ভাসিত হয়; ও যেরুসালেম যেমন স্তেফানের মৃত্যু দ্বারাই গৌরব লাভ করেছিল, তেমনি রোমও যেন লরেন্সের পুণ্যকর্মের ফলে গৌরবলাভ করতে পারে।

শ্লোক

℣ ধন্য লরেন্স বললেন: আমি নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছি,
℟ সুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।
℣ আমি খ্রীষ্টের বলি হবার যোগ্যতা লাভ করেছি বলে অতিশয় আনন্দিত:
℟ সুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।

বিকল্প **(জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১৪৭**

বিশ্বস্ত সেবার বিনিময়ে অনন্ত জীবনের পুরস্কার

ভ্রাতৃগণ, *মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে; আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।* আজ আমরা সেই ধন্য লরেন্সের পর্ব উদ্‌যাপন করছি, যিনি সমস্ত বিষয়ে প্রভুর বিশ্বস্ত সেবকের পরিচয় দিলেন। তাঁর প্রভু তাঁর হাতে মণ্ডলীর যে সম্পদ ন্যস্ত করেছিলেন, তিনি তা বিশ্বস্তভাবেই সম্পাদন করলেন বিধায় স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর দ্বারাই মাল্যভূষিত হওয়ার আনন্দ পাবার যোগ্য হলেন; কেননা ইহলোকে থাকাকালে আমরা ঈশ্বরের খাতিরে পার্থিব ও নশ্বর যত বিষয় বিলি করে দিই, আমাদের মনোভাব শুদ্ধ ও মঙ্গলকর হলে তবে আমাদের ভাবী পুরস্কারও তত মহত্তর হবে।

শাস্ত্রে বলে: *নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করল, তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।* ইহলোকে প্রভু মানুষের হাতে যা ন্যস্ত করেছেন, যারা তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করে, তারাও কর্মচারীর সেই প্রত্যাশিত প্রশংসা শুনতে পাবে যা সুসমাচারে উল্লিখিত: *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।* যা পার্থিব ও অস্থায়ী, তা বিলিয়ে দেওয়ার ফলে স্বর্গরাজ্য কেনার চেয়ে অধিক চমৎকার কী থাকতে পারে? প্রভুর কাছে অবিচ্ছিন্ন অন্তরের গ্রহণীয় উপহার, ভক্তিময় প্রাণের আগ্রহ ও অবিচল মনের প্রশংসা নিবেদন ক'রে আসন্ন সেই বিচারকর্তা খ্রীষ্টের সঙ্গী হওয়া, তাঁর সঙ্গে সহউত্তরাধিকারী হওয়া, ও স্বর্গদূতদের মর্যাদার সমান অধিকার লাভ করার চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় পুরস্কার কী থাকতে পারে?

এসো, ধন্য লরেন্সের গুণকীর্তন করি, কারণ তিনি নিজ বিশ্বাস দ্বারা তাঁর নির্যাতকের হাতে জ্বালানো আগুনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে বিজয়ী হলেন, আর এতে আমাদের দেখালেন যে বিশ্বাসের আগুন নরকের আগুন জয় করতে পারে। এসো, ধন্য লরেন্সের আনন্দদায়ী মৃত্যুর জন্য আত্মিক আনন্দে আনন্দিত হই ও প্রভুতে গর্ব করি এ আশা রেখে যে, আমরা পুণ্যাচরণ ও শুভকর্ম দ্বারা তাঁর এ পর্ব উদ্‌যাপন করলে তবে তাঁর প্রার্থনা ও রক্ষা হবে আমাদের নিত্য সহায়। এসো, ভালবাসার প্রেরণায় একে অপরকে বলীয়ান করে তুলি যেন সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি ও সমস্ত ফাঁদ এড়াতে পারি। এসো, অবিচল থাকি, সমস্ত শুভকর্মে একাগ্রতা দেখাই, পাপময় প্রলোভনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের ঢাল দিয়ে নিজেদের রক্ষিত করি—তাঁরই দ্বারা যিনি শয়তানকে পরাভূত করলেন ও তাকে পরাভূত করতে আমাদের সাহায্য করেন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট যাঁর প্রশংসা ও গৌরব কীর্তিত হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

শ্লোক

℟ ধন্য লরেন্স বললেন: আমি নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছি,
℣ সুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।
℟ আমি খ্রীষ্টের বলি হবার যোগ্যতা লাভ করেছি বলে অতিশয় আনন্দিত:
℣ সুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।

১১ই আগস্ট

সাধ্বী ক্লারা

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - প্রাগার ধন্যা আগ্নেসের কাছে সাধ্বী ক্লারার পত্র

খ্রীষ্টের দরিদ্রতা, বিনম্রতা ও ভালবাসার কথা ভাব

সত্যিই সুখী সেই ব্যক্তি, যে পবিত্র ভোজে অংশ নিতে পারে যাতে হৃদয়ের সমস্ত মনোভাব দিয়ে সেই খ্রীষ্টের প্রতি আসক্ত হতে পারে যাঁর কান্তির প্রশংসা স্বর্গের সকল বাহিনী গান করে, যাঁর কোমলতা হৃদয় বিগলিত করে, যাঁর কথা ধ্যান করলে সান্ত্বনা দেয়, যাঁর মঙ্গলময়তা পরিতৃপ্ত করে, যাঁর মাধুর্য পুনরুজ্জীবিত করে, যাঁর স্মৃতি মধুরভাবে আলোকিত করে, যাঁর সুবাসে মৃতেরা জীবন ফিরে পায় ও যাঁর ধন্য দর্শন একদিন স্বর্গীয় যেরুসালেমের সকল নাগরিককে আনন্দিত করবে।

যেহেতু তেমন দর্শন হল শাশ্বত গৌরবের দীপ্তি, *সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, কলঙ্কমুক্ত দর্পণ,* সেজন্য, যীশুখ্রীষ্টের কনে হে রানী, তুমি প্রত্যেক দিন এ দর্পণে দৃষ্টিপাত কর। তার মধ্যে তোমার মুখ অবিরতই দর্শন কর, যাতে আন্তরিক ও বাহ্যিক ভাবে নিজেকে অলঙ্কৃতা করতে, রঙ্গিন ও সুখচিত পোশাক পরিধান করতে, পুষ্পমালা ও সদ্‌গুণের বসনে নিজেকে ভূষিতা করতে পার ঠিক যেভাবে সর্বোচ্চ রাজার কন্যা ও শুচিতমা কনের শোভা পায়। এ দর্পণেই তো ধন্য দরিদ্রতা, পুণ্য বিনম্রতা ও অবর্ণনীয় ভালবাসার উদ্ভাস। দর্পণটি সব দিক দিয়ে লক্ষ কর, তবেই তুমি এ সমস্ত কিছু দেখতে পাবে।

সর্বপ্রথমে দর্পণের অগ্রাংশ লক্ষ কর: তাঁরই দরিদ্রতা দেখতে পাবে যিনি জাবপাত্রে শোয়ানো ও সাধারণ বস্ত্রে জড়ানো। আহা, কী চমৎকার বিনম্রতা, কী অপরূপ দরিদ্রতা! যিনি স্বর্গদূতদের রাজা ও স্বর্গমর্তের প্রভু, তিনি গোশালায় শোয়ানো!

দর্পণের কেন্দ্রস্থলে তুমি সেই বিনম্রতা, ধন্য দরিদ্রতা, অসংখ্য পরিশ্রম ও যন্ত্রণা লক্ষ করবে যা তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য বহন করলেন।

দর্পণের শেষাংশে তুমি সেই অবর্ণনীয় ভালবাসা লক্ষ করতে পারবে যার জন্য তিনি ক্রুশবৃক্ষের উপরে যন্ত্রণাভোগ করতে ও তার উপরে এমন প্রকার মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছা করলেন যা সকল মৃত্যুর মধ্যে সবচেয়ে অপমানজনক।

এজন্য, ক্রুশবৃক্ষের উপরে রাখা সেই স্বয়ং দর্পণ পথিকদের এ সমস্ত বিষয় ভাবতে চেতনা দিয়ে বলছিলেন: *তোমরা যারা এ পথ দিয়ে যাও, তোমরা সকলে ভেবে দেখ আমার দুঃখের মত কারও দুঃখ আছে কিনা!* এসো, যিনি চিৎকার ও বিলাপ করছেন, তাঁকে উত্তর দিয়ে এককণ্ঠে একপ্রাণে বলে উঠি: *তা স্মরণ করে আমার প্রাণ আমার মধ্যে মূর্ছা যায়।*

উপরন্তু তাঁর অনির্বচনীয় ঐশ্বর্য, ধন ও শাশ্বত মর্যাদা লক্ষ কর, উদ্দীপ্ত বাসনায় ও ভক্তিপূর্ণ অন্তরে আকাঙ্ক্ষা করে একথা বল: হে স্বর্গীয় বর, *তোমার পিছনে আমাকে আকর্ষণ কর, আমরা তোমার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে ছুটে চলি।* হ্যাঁ, আমি ছুটে চলব, আর যতক্ষণ তুমি তোমার আবাসে আমাকে প্রবেশ না করাও, যতক্ষণ তোমার বাঁ হাত আমার মাথার নিচে না থাকে ও তোমার ডান হাত প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে না রাখে, ততক্ষণ আমি কোন ক্ষান্তি মানব না।

এ সমস্ত বিষয় ধ্যান করে তুমি তোমার মাতা এই আমাকে স্মরণ কর, একথা জেনে যে, তোমার স্মৃতি আমি আমার হৃদয়-ফলকেই অনপনেয় কালি দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি, কারণ সকলের মধ্যে তোমাকেই আমার প্রিয়তমা বলে গণ্য করি।

শ্লোক সাম ৭৩:২৬; ফিলি ৩:৮-৯ দ্রঃ

প্র আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিত হচ্ছে,
উ পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।
প্র খ্রীষ্টকে যেন লাভ করতে পারি ও তাঁর মধ্যে যেন আবাস পেতে পারি, বাকি সবকিছু আমি আবর্জনা বলেই গণ্য করেছি।
উ পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

১২ই আগস্ট

সাধ্বী জেন-ফ্রান্সিস্কা দ্য শাঁতাল, ধর্মব্রতিনী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী জেন-ফ্রান্সিস্কার সহকারী ধর্মব্রতিনী-লিখিত 'স্মৃতিকথা'

ভালবাসা মৃত্যুর মত শক্তিশালী

একদিন ধন্যা জেন এমন অগ্নিময় কথা বললেন যা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে গৃহীত হল: প্রিয়তম কন্যারা, আমাদের পুণ্য পিতৃগণের ও মণ্ডলীর স্তম্ভগুলির অনেকেই সাক্ষ্যমরণ বরণ করার সুযোগ পাননি। তোমাদের মতে

তা কেন ঘটল? সকলে উত্তর দিলে পর ধন্যা মাতা বলে চললেন: আমি মনে করি, অন্য ধরনের সাক্ষ্যমরণ আছে বিধায়ই তা ঘটেছে; ভালবাসারই এমন সাক্ষ্যমরণ যাতে ঈশ্বর তাঁর আপন গৌরবার্থে নিজেদের বিলিয়ে দেবার জন্য আপন সেবক-সেবিকাদের জীবিত রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাক্ষ্যমর ও বিশ্বাসের সাক্ষ্যদাতা করে তোলেন। তিনি আবার বলে চললেন, আমি জানি, 'সাক্ষাতের কন্যারা' এ সাক্ষ্যমরণেই আহূত, আর ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে সেই অধিক ভাগ্যবতীরাই তা অর্পণ করবে যারা তার জন্য যাচনা করবে।

একটি ভগ্নী জিজ্ঞাসা করলে তেমন সাক্ষ্যমরণ কীভাবে ঘটতে পারে, তিনি উত্তরে বললেন: ঈশ্বরকে তোমাদের সম্পূর্ণ হ্যাঁ জানালেই তোমরা এর প্রমাণ পাবে। কেননা ঐশভালবাসার খড়্গ আত্মার সবচেয়ে গভীরতম ও গুপ্ত স্থান ভেদ ক'রে আমাদের নিজেদের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে। আমি এক প্রাণকে জেনেছি, যাকে ভালবাসা তার প্রীতিকর সবকিছু থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন করেছিল যে, তার নির্যাতকেরাও খড়্গের আঘাতে তার দেহ থেকে তার আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

আর আমরা বুঝলাম, তিনি নিজেরই কথা বলছিলেন। আর একটি ভগ্নী জিজ্ঞাসা করলেন, এ সাক্ষ্যমরণ কতকাল ধরে চলতে পারে। তিনি উত্তর দিলেন: যেক্ষণে আমরা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করি, সেক্ষণ থেকে জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত—ততকাল। একথা কিন্তু উদারমনা মানুষের বেলায় খাটে, যারা নিজেদের জন্য কিছুই না রেখে ভালবাসার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে; কেননা আমাদের ঈশ্বর, যারা ভালবাসায় ও অধ্যবসায়ে নিঃস্ব, তেমন দুর্বলদের কাছে এ সাক্ষ্যমরণ মঞ্জুর করতে রাজি নন; তারা যে মাঝামাঝি গতিতে জীবন অতিবাহিত করবে তা তিনি হতে দেন—অবশ্যই, তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে না গেলে! কেননা তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলপ্রয়োগে কখনও বাধ্য করেন না।

অবশেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ভালবাসার এ সাক্ষ্যমরণ দেহের সাক্ষ্যমরণের সমান হতে পারে কিনা। সমতা নিয়ে ব্যস্ত না থাকা ভাল: তথাপি আমার মতে একটা অপর একটার তুলনায় কম নয়, কেননা ভালবাসা মৃত্যুর মত শক্তিশালী; বিশ্বাস, ভক্তি ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্যদানে সহস্র জীবন দান করার জন্য যত তীব্র যন্ত্রণা সহনীয়, তার চেয়ে ভালবাসার সাক্ষ্যমরবৃন্দ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য জীবন রক্ষা ক'রে সহস্রগুণ তীব্রতর যন্ত্রণা সহ্য করে।

শ্লোক ফিলি ৪:৮,৯

℣ যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর ও শুভদায়ক, তোমরা তারই অনুধ্যান কর:
℟ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।
℣ যা কিছু সদ্‌গুণমন্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর:
℟ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

১৩ই আগস্ট

পোপ পন্তিয়ানুস ও পুরোহিত হিপলিতুস, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ানের পত্রাবলি **পত্র ১০:২-৩,৫**

অপরাজেয় বিশ্বাস

হে আমার পরাক্রমী ভাই, তোমাদের উদ্দেশে কেমন গুণকীর্তন করব? কেমন প্রশংসাবাদের কণ্ঠে আমি যোগ্যরূপে তোমাদের আত্মার সৎসাহসের উৎকীর্তন করব? কেমন বর্ণনায় তোমাদের বিশ্বাসের দৃঢ় স্থিরতার বন্দনা করব? তোমরা তো গৌরব পর্যন্তই কঠোরতম পরীক্ষা সহ্য করেছ, আর পীড়নের সম্মুখীন হয়ে ভেঙে পড়নি, তোমাদেরই হাতে বরং নির্যাতন হার মানতে বাধ্য হয়েছে! যে পীড়ন কষ্টকে রেহাই দিত না, সেই পীড়নই তোমাদের জয়মালা যুগিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণা দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র থেকে তীব্রতর পর্যায়ে হতে চলল, কিন্তু তোমাদের স্থির বিশ্বাসকে পরাভূত করেনি, বরং প্রভুভক্তদের ঈশ্বরের কাছে দ্রুতভাবে প্রেরণ করাল।

উপস্থিত বহু লোকদের ভিড় মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের স্বর্গীয় লড়াই ও খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম দর্শন করল; তারা

তাঁর সেবকদের অবিচল স্থৈর্য্য, তাঁদের অকলুষিত অন্তর ও তাঁদের দিব্য পরাক্রমের সাক্ষী হল; এও দেখল যে, সংসারের তীরের বিরুদ্ধে কেমন যেন উলঙ্গ হয়েও তাঁরা বিশ্বাসের অস্ত্রেই সজ্জিত ছিলেন। নির্যাতিতরা নির্যাতকদের চেয়ে পরাক্রমী হয়ে দাঁড়ালেন, ও পশুদের যে নখ অঙ্গগুলোকে আঘাত ও দীর্ণ করছিল, আঘাতগ্রস্ত ও বিদীর্ণ অঙ্গগুলোই তাদের পরাভূত করল।

আঘাতের পর আঘাতে দীর্ঘ সময়ের পরেও অপরাজেয় বিশ্বাস পরাজিত হতে পারেনি, যদিও ঈশ্বরের সেবকদের দেহ চূর্ণ ও বিদীর্ণ হলে পর তাঁদের অঙ্গগুলো আর নয়, তাঁদের ক্ষতস্থানই হল পীড়নের বস্তু। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল যেন সেই ধারায় নির্যাতনের আগুন নিভে যায়, যেন সেই গৌরবময় বন্যায় নরকের অগ্নিশিখা নিঃশেষিত হয়। আহা, প্রভুর সেই দৃশ্য কেমন প্রকার! তাঁর সৈন্যের বিশ্বস্ততা ও তাঁর ভক্তির জন্য সেই দৃশ্য প্রভুর দৃষ্টিতে কেমন উৎকৃষ্ট, কেমন মহান, কেমন গ্রহণীয়! তা-ই পূর্ণতা পেয়েছে যা পবিত্র আত্মা সামসঙ্গীতে ঘোষণা করে বলেন: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।* হ্যাঁ, সত্যি মূল্যবান তাঁর মৃত্যু, যিনি নিজ রক্তমূল্যে অমরত্ব অর্জন করেন ও চরম আত্মোৎসর্গ দ্বারা ঈশ্বরের জয়মালা লাভ করেন।

ওখানে খ্রীষ্ট কেমন উৎফুল্ল ছিলেন! তেমন সেবকদের মধ্যে কেমন আনন্দের সঙ্গেই তিনি লড়াই করলেন ও জয়লাভ করলেন! তিনিই তো বিশ্বাসের রক্ষক; তিনিই বিশ্বাসীদের ধারণ ক্ষমতা অনুসারে তাঁদের কাছে নিজেকে দান করেন। সাক্ষ্যমরের অন্তরে তিনি নিজেই নিজ সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন, ও যাঁরা তাঁর নামের জন্য লড়াই করছিলেন ও সেই নাম বহন করছিলেন তিনিই তাঁদের সাহস যোগালেন, দৃঢ় করলেন, উদ্দীপিত করলেন। আর যিনি একবারই চিরকালের মত আমাদের জন্য মৃত্যু জয় করেছেন, তিনি আমাদের অন্তরে নিত্যই তা জয় করতে থাকেন।

আহা, আমাদের এ মন্ডলী ধন্য! ঈশ্বর তেমন মর্যাদায় তাকে উদ্ভাসিত ও ভূষিত করেন! আমাদের এ সময়েও সাক্ষ্যমরদের গৌরবময় রক্ত তাকে দীপ্তিময় করে তোলে! আগে মণ্ডলী ভাইদের কর্মে শুভ্র ছিল, এখন সাক্ষ্যমরদের রক্তে গোলাপী হয়ে উঠল। তার নানা পুষ্পের মধ্যে লিলিফুলের অভাব নেই, গোলাপফুলেরও অভাব নেই। সকলে যেন সেই সর্বোচ্চ সম্মান দু'টোর জন্য লড়াই করে—এমন জয়মালা যেন গ্রহণ করে যা হয় শুভকর্মের জন্য শুভ্র, না হয় সাক্ষ্যমরণের জন্য গোলাপী।

শ্লোক

℟ আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূতবৃন্দ পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:
℣ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।
℟ এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।
℣ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রীষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

১৪ই আগস্ট

সাধু মাক্সিমিলিয়ান মারীয়া কলবে, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু মাক্সিমিলিয়ান কলবের পত্রাবলি

আত্মাদের পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের জন্য
প্রৈরিতিক উদ্দীপনা

প্রিয়তম ভাই, ঈশ্বরের গৌরব বিস্তারের জন্য যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা তোমাকে উদ্দীপিত করে, তার জন্য আমি অতিশয় আনন্দিত। আমরা যথেষ্ট দুঃখের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এই বর্তমানকালে ধর্মীয় শিথিলতা

বিস্তার লাভ করছে। এ এমন ব্যাপক রোগ, যা নানা আকারে সকল ভক্তদের মধ্যে শুধু নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। ঈশ্বর অসীম গৌরবের যোগ্য। আমাদের প্রথম ও মুখ্য চিন্তা হওয়া উচিত আমাদের দুর্বল শক্তির পক্ষে যতখানি সম্ভব, ততখানি তাঁর প্রশংসা করা, এবিষয়ে সচেতন হয়ে যে, তাঁর যোগ্যতা অনুসারে তাঁকে গৌরবান্বিত করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।

ঈশ্বরের গৌরব বিশেষভাবে সেই আত্মাদের পরিত্রাণেই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়, যাদের খ্রীষ্ট নিজ রক্তমূল্যে মুক্ত করেছেন। এর ফলে আমাদের প্রৈরিতিক কাজের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত যত আত্মার পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের জন্য ব্যস্ত থাকা। আর আত্মাদের পবিত্রীকরণে ঈশ্বরের গৌরব ঘটাবার জন্য সবচেয়ে উপযোগী উপায়গুলো সংক্ষেপে এরূপ: জ্ঞান ও প্রজ্ঞাস্বরূপ ঈশ্বর। তিনি তো সূক্ষ্মভাবেই জানেন তাঁর গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমাদের কী করণীয়, ও পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিদের মধ্য দিয়েই সাধারণত নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বাধ্যতা! কেবল বাধ্যতাই নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের কাছে ঐশইচ্ছা ব্যক্ত করে। পরিচালক ভুল করতে পারেন একথা সত্য বটে, কিন্তু যে বাধ্য সে ভুল করে না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল তখনই দেখা দেয়, যখন পরিচালক এমন কিছু আদেশ করেন যা ক্ষুদ্রতম বিষয়েও স্পষ্টভাবেই ঐশবিধান-বিরুদ্ধ। এক্ষেত্রে পরিচালক ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যস্থ আর নন।

ঈশ্বরই সব: কেবল তিনিই অসীম, অধিক প্রজ্ঞাবান ও অধিক ক্ষমাশীল প্রভু, স্রষ্টা ও পিতা, আদি ও অন্ত, প্রজ্ঞা, পরাক্রম ও ভালবাসা। ঈশ্বরের বাইরে যা কিছু রয়েছে, তার ততখানি মূল্য আছে যতখানি তা ঈশ্বরকে লক্ষ করে, কেননা তিনি হলেন নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা, মানুষের মুক্তিসাধক, সকল সৃষ্টির চরম লক্ষ্য। পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিদের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও নিজের কাছে আমাদের আকর্ষণ করেন, কেননা তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে নিজের কাছে আরও কতগুলো আত্মা আকর্ষণ করতে ও সিদ্ধ ভালবাসায় মিলিত করতে চান।

ভাই, একথা ভাব: ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের অবস্থার মর্যাদা কেমন মহৎ। বাধ্যতা পথের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতার সীমারেখা অতিক্রম করি, ও সেই ঐশইচ্ছার অনুরূপ হই যা নিজ অসীম প্রজ্ঞা ও সদ্বিবেচনা দ্বারা ন্যায্যরূপে কাজ করতে আমাদের চালিত করে। কেউই ঐশইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারে না, আর তেমন ইচ্ছার প্রতি আসক্ত হয়েই আমরা সকলের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠি।

এ হল প্রজ্ঞা ও সদ্বিবেচনার পথ; সেই একমাত্র পথ যা ধরে আমরা ঈশ্বরকে সর্বোত্তম গৌরব আরোপ করতে পারি। আলাদা বা অধিক সহজগম্য পথ যদি থাকত, তবে খ্রীষ্ট কথা ও আদর্শে তা আমাদের শেখাতেন। নাজারেথে গুপ্ত জীবনের সেই দীর্ঘকাল শাস্ত্রে একথা দ্বারাই সংক্ষিপ্তভাবে চিহ্নিত: *আর তিনি তাঁদের বাধ্য ছিলেন।* তাঁর জীবনের বাকি সমস্ত কিছু বাধ্যতার চিহ্ন অনুসারে সাধিত; আমাদের বারবার দেখানো হয় যে, ঈশ্বরের পুত্র পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই পৃথিবীতে নেমে এলেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, আমাদের প্রতি যিনি ভালবাসায় পরিপূর্ণ, তাঁকে আমরা ভালবাসি; এবং আমাদের সিদ্ধ ভালবাসার প্রাণ যেন সেই বাধ্যতায়ই প্রকাশ পায় যা তখনই বিশেষভাবে পালনীয় যখন আমাদের নিজেদের ইচ্ছা উৎসর্গ করতে দাবি করে। বাস্তবিকই, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় অগ্রসর হতে হলে আমরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট পুস্তক জানি না।

আমরা অমলোদ্ভবা কুমারীর প্রার্থনার ফলেই এসব কিছু অধিক সহজে লাভ করব। কেননা তাঁকেই ঈশ্বর আপন মঙ্গলময়তায় নিজের দয়ার বিতরণকারিণী পদে নিযুক্ত করেছেন। মারীয়ার ইচ্ছা যে ঈশ্বরেরই একই ইচ্ছা, এবিষয় সন্দেহের অতীত। মারীয়ার কাছে আত্মোৎসর্গ করে আমরা তাঁর হাতে ঐশদয়ার মাধ্যম হয়ে উঠব, ঈশ্বরের হাতে তিনি যেভাবে মাধ্যম হয়েছিলেন।

সুতরাং এসো, তাঁর দিশায় শান্ত ও নিরাপদ হয়ে আমরা তাঁর দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দিই; তিনি আমাদের হাত ধরে চালিত করুন। মারীয়া আমাদের জন্য সবকিছু চিন্তা করবেন, সবকিছু ব্যবস্থা করবেন, ও সমস্ত সঙ্কট ও অসুবিধা দূর করে দিয়ে আমাদের সমস্ত দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে আমাদের সহায়তায় শীঘ্রই

আসবেন।

শ্লোক এফে ৫:১-২; ৬:৬

℟ তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও ও ভালবাসায় চল:
℣ খ্রীষ্ট এভাবেই আমাদের ভালবেসেছেন।
℟ তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।
℣ খ্রীষ্ট এভাবেই আমাদের ভালবেসেছেন।

১৫ই আগস্ট

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - এফে ১:১৬–২:১০

ঈশ্বর স্বর্গধামে আমাদের আসন দিলেন—খ্রীষ্টযীশুতে

ভাই, আমি তোমাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করায় ক্ষান্ত হই না, এবং আমার প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করি, যেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী, এবং বিশ্বাসী এই আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের সীমাহীন মহত্ত্ব কী—এই সমস্ত কিছু তাঁর সেই শক্তির কর্মক্ষমতা অনুসারে যা দ্বারা তিনি খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের উর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। *তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন* এবং তাঁকে সবকিছুর উর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পরিপূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

তোমরাও নিজেদের অপরাধ ও পাপের ফলে মৃত ছিলে:—বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে সক্রিয় যে আত্মা, মহাশূন্যের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজের অনুসরণে চলে তোমরা তো এই জগতের যুগধর্ম পালনে একসময় সেই সব অপরাধ ও পাপের মধ্যে চলতে। সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে আমরাও সকলে মাংস ও মনের যত কামনা-বাসনা পূরণ করে একসময় মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, এবং অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রীষ্টযীশুতে। তিনি তেমনটি করলেন যেন আগামী কালে যুগযুগ ধরেই তিনি, খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন। কেননা এই অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং তা তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান; তা কর্মের ফলও নয়, কেউই যেন গর্ব না করতে পারে। কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রীষ্টযীশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

শ্লোক

℟ পরমকান্তিতে পূর্ণা ও গৌরবময়ী হয়ে কুমারী মারীয়া ইহলোক থেকে খ্রীষ্টের কাছে উত্তীর্ণ হন;
℣ জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে সূর্য যেমন উজ্জ্বল, তিনি সাধুসাধ্বীদের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল।
℟ মারীয়ার উন্নীতা হলেন বলে স্বর্গদূতেরা আনন্দিত, মহাদূতেরা উল্লসিত:
℣ জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে সূর্য যেমন উজ্জ্বল, তিনি সাধুসাধ্বীদের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের বিশপ সাধু মদেস্তসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশপর্ব উপলক্ষে উপদেশ

মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন
যাতে খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ত্রাণ করার ক্ষমতা রাখেন

মারীয়া জীবনযাত্রা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করলে পর যে মানব-মঞ্জুষা আপন ঈশ্বরকে বহন করেছিল তা পূর্ণ শান্তির সেই বন্দরে পৌঁছল যেখানে জগৎ-মঞ্জুষার সেই পরিচালকও ছিলেন যিনি তাঁর সাহায্যে মানবজাতিকে অভক্তি ও পাপের বন্যা থেকে ত্রাণ করে জীবনদান করেছিলেন। যিনি সিনাইতে এক বিধান জারি করেছিলেন ও সিয়োন থেকে আর এক বিধান প্রবর্তন করেছিলেন, আমাদের সেই ঈশ্বর নিজেই বন্দরে লোক পাঠিয়ে সেই মঞ্জুষা নিজের কাছে আনালেন যা নিজেই পবিত্রিত করেছিলেন—সেই যে মঞ্জুষা বিষয়ে মারীয়ার পূর্বপুরুষ দাউদ সামসঙ্গীতে বলেছিলেন: *ওঠ, প্রভু! তোমার সেই বিশ্রামস্থানে এসো, তুমি ও তোমার পবিত্রিত সেই মঞ্জুষা, এসো।*

প্রাচীনকালের সেই মোশীর মঞ্জুষার মত এটি বলদ দ্বারা টানা নয়, পুণ্যবান স্বর্গদূত বাহিনী দ্বারাই বরং চালিত ও সুরক্ষিত। এ এমন মঞ্জুষা ছিল না যা মানুষের হাতে গড়া ও সোনাতে মোড়া, ঈশ্বর দ্বারাই বরং এ জীবন্ত মঞ্জুষা সৃষ্ট, আর পরমপবিত্র ও জীবনদায়ী সেই আত্মারই জ্যোতিতে উজ্জ্বল, যিনি একসময়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। এ মঞ্জুষার মধ্যে মান্নার কোন পাত্র ছিল না, সন্ধির কোন লিপিফলকও ছিল না, কিন্তু তিনিই ছিলেন যিনি মান্না ও অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ দান করেন, অর্থাৎ প্রাক্তন ও নব সন্ধির সেই প্রভুই ছিলেন যিনি শিশুরূপে এ মঞ্জুষা থেকে জগতে এসে আপন বিশ্বাসীদের বিধানের অভিশাপ থেকে মুক্ত করলেন। আরও, এ মঞ্জুষার মধ্যে আরোনের দণ্ড ছিল না, তার উপরে সেই গৌরবময় খেরুবমূর্তিও ছিল না, কিন্তু মঞ্জুষা নিজেই যেসের দণ্ড হওয়ার অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী ছিলেন ও সর্বোচ্চ পিতার দিব্য সর্বশক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া, আগেকার সেই মঞ্জুষার মত যা হিব্রুদের আগে আগে চলত, এ মঞ্জুষা অপরদিকে সেই ঈশ্বরেরই অনুসরণ করেছেন, যিনি তাঁর কাছ থেকে দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। স্বর্গমর্তের সকল প্রাণীর ঊর্ধ্বে যিনি তাঁকে উন্নীতা করেন, তাঁরই গৌরবার্থে স্বর্গমর্তের সকল প্রাণী দ্বারা ধন্যা বলে অভিহিতা হয়ে তিনি পুণ্য ওষ্ঠে বলে ওঠেন: *প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস।*

সমস্ত সৃষ্টিকে আলোকিত করার জন্য যিনি স্বশক্তিতে পুনরুত্থান করেছেন, তাঁর প্রতি বাধ্যতা গুণে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস ছড়াবার জন্য এ আধ্যাত্মিক আলোদানকারী উষা ধর্মময়তার সূর্যের দীপ্তিতেই বাস করতে এসেছেন। যে জ্যোতি সূর্যের রশ্মির চেয়েও উজ্জ্বল, দয়া ও করুণার সঙ্গে সেই জ্যোতি তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের উপর আপন আলো বর্ষণ ক'রে বিশ্বাসীদের অন্তরে এমন বাসনা জাগান তারা যেন তাঁর দিব্য মঙ্গলময়তা ও কৃপা সাধ্যমত অনুকরণ করে। কেননা যিনি এ নিত্যকুমারীর মধ্য দিয়ে ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে আত্মা ও প্রাণ-বিশিষ্ট মানবদেহ পরিধান করেছিলেন, আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রীষ্ট তাঁকে নিজের কাছে ডেকে অমরত্বে পরিবৃতা করেছেন, কারণ মারীয়া ছিলেন তাঁর নিজেরই রক্তমাংস। তাঁর পুণ্যতমা জননী হওয়ায় তিনি তাঁকে নিজ উত্তরাধিকারিণী করে তুলে তাঁর উপর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন; যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন: *ওফিরের সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী।*

যে মানব-তাঁবু একসময়ে আশ্চর্যভাবে স্বর্গমর্তের প্রভু ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছিলেন, আজ সেই তাঁবু শারীরিকরূপে হরণ করা হল। খ্রীষ্টের নিজের রক্তমাংস যিনি, সেই মারীয়াকে খ্রীষ্ট অমর করেন, যাতে নিজের সঙ্গে তিনিও খ্রীষ্টভক্ত এ আমাদের সকলকে রক্ষা, পালন ও ত্রাণ করার ক্ষমতা রাখেন।

শ্লোক

প্র আজ সেই উজ্জ্বল দিন, যে দিনে ঈশ্বরজননী স্বর্গে উন্নীতা হলেন। এসো, তাঁর গুণকীর্তন করে বলি:
উ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
প্র পবিত্রা কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি মহাপ্রশংসার যোগ্যা: তোমা থেকেই ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্ট পরিত্রাতা জন্ম নিলেন।

℟ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

বিকল্প (খ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - কন্‌স্তান্তিনপলের বিশপ সাধু জের্মানুসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১**

মারীয়া জগৎ থেকে দূরে যাননি

আমি একবারই বলব, দু'বারই বলব, এমনকি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণের সমস্ত উল্লাসের সঙ্গে তৃতীয়বারের মতও বলে উঠব: সত্যিই, মারীয়া, এ পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হয়েও তুমি কিন্তু খ্রীষ্টজনগণের কাছ থেকে দূরে যাওনি। বার্ধক্যের পথিক এ জগৎ থেকে তুমি দূরে যাওনি, তুমি যে খ্রীষ্টের মত অক্ষয় জীবন; এমনকি যারা তোমাকে ডাকে, তাদের প্রতি তুমি তো আরও নিকটবর্তী, আর যারা বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার সন্ধান করে, তুমি তাদের কাছে দেখা দাও। এ সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে যে, তোমার জীবনপূর্ণ আত্মা এখনও বয়, ও তোমার দেহ নশ্বরতা ও ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্ত। দেহের ক্ষয় কেমন করে তোমাকে ধুলায় ও ছাইতে পরিণত করতে পারত? তুমি তো তোমার পুত্রের কাছে দেওয়া মাংসের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে মৃত্যুর অবক্ষয় থেকে মুক্ত করেছিলে! তুমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছ যাতে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত সেই দেহধারণ-রহস্য মজবুত সত্যের উপরে সুপ্রমাণিত হয়ে প্রতীয়মান হতে পারে। তুমি বিদায় নিয়েছ যেন যে ঈশ্বর তোমা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন ও কালের পূর্ণতার আগমনে ঐশসঙ্কল্প অনুসারে জগতের পরিত্রাণের জন্য নিবেদিত হচ্ছিলেন, সেই ঈশ্বর যেন জগৎ ও পার্থিব বস্তু থেকে তোমার বিদায়ের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মরূপেই তোমার পুত্র বলে স্বীকৃতি পান, কারণ আমাদের মানবস্বরূপের বিধানের অধীন তেমন প্রকৃত মাতার গর্ভেই তিনি জন্ম নিয়েছিলেন।

অন্য সকল নারীর নিয়তি অনুসারে তোমার দেহ মৃত্যুর সঙ্গে সেই সাধারণ সাক্ষাৎ এড়াতে পারেনি: একই প্রকারে বিশ্বরাজ তোমার পুত্রও মৃত্যুদণ্ডিত জগতের পরিত্রাণের জন্য নিজ দেহে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবনের উৎসস্বরূপ তাঁর নিজের সমাধিতেও আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন, ও জীবন-গ্রহণকারী তোমার নিদ্রা-সমাধিতেও আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন; ফলে এ সমাধি দু'টো সত্যিই উভয়েরই দেহ গ্রহণ করল, কিন্তু তাদের অবক্ষয় ঘটায়নি। কেননা এমনটি হতে পারত না যে, ঈশ্বরের যোগ্য পাত্র যে তুমি সেই মৃত্যুর ধুলায় নিঃশেষিত হবে যা অবক্ষয়েরই কারণ। যিনি তোমার মধ্যে নিজেকে নিঃস্ব করেছিলেন, তিনি তো আদি থেকে ঈশ্বর ছিলেন: *আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী, আর তাঁর মধ্যে ছিল জীবন!* অতএব এ সমীচীন ছিল যে, যিনি জীবনের জননী তিনি জীবনের সঙ্গিনীও হবেন, ও মৃত্যুকে নিদ্রার মত গ্রহণ করলে পর পৃথিবীর কাছ থেকে জীবনের জননীর বিদায় পুনর্জাগরণেরই মত হবে।

শ্লোক

℣ আজ সেই উজ্জ্বল দিন, যে দিনে ঈশ্বরজননী স্বর্গে উন্নীতা হলেন। এসো, তাঁর গুণকীর্তন করে বলি:
℟ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
℣ পবিত্রা কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি মহাপ্রশংসার যোগ্যা: তোমা থেকেই ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্ট পরিত্রাতা জন্ম নিলেন।
℟ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

বিকল্প (গ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - মহামান্য পোপ দ্বাদশ পিউসের প্রৈরিতিক নির্দেশনামা 'প্রসাদদাতা ঈশ্বর'

৭৬০-৭৬২,৭৬৭,৭৬৯

কুমারীর দেহ পবিত্রতা, প্রভা ও গৌরবে পরিপূর্ণ

পুণ্য পিতৃগণ ও আচার্যবৃন্দ আজকের পর্বোৎসব উপলক্ষে ভক্তমণ্ডলীর প্রতি উপদেশ দানকালে ঈশ্বরজননীর স্বর্গোন্নয়ন সম্বন্ধে এমন কথা উপস্থাপন করতেন, যা প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের চেতনায় বহুদিন থেকেই জীবন্ত ও

সর্বস্বীকৃত তত্ত্ব ছিল। উপদেশের সময়ে তাঁরা তত্ত্বটির অর্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেন, তার মর্মার্থ গভীরভাবেই নিরূপণ করতেন, তার প্রধান ঐশতাত্ত্বিক কারণগুলো দেখিয়ে দিতেন। তাঁরা বিশেষভাবে এ কথাই তুলে ধরতেন যে, ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে ধন্যা কুমারী মারীয়ার মরদেহের মুক্তি শুধু নয়, মৃত্যুর উপর তাঁর বিজয় ও স্বর্গীয় গৌরবলাভও হল এই উৎসবের বিষয়বস্তু: তাতে মাতা নমুনার অনুরূপ হন, অর্থাৎ মাতা আপন একমাত্র পুত্র সেই খ্রীষ্টযীশুকে অনুকরণ করতে পারেন।

সকলের মধ্যে যিনি এই ঐতিহ্যের বিখ্যাত সাক্ষী বলে দাঁড়ান, দামাস্কাসের সেই সাধু যোহন মহা ঈশ্বরজননীর শারীরিক স্বর্গোন্নয়ন তাঁর অন্যান্য বিশেষ অধিকার-গুণাবলির আলোতে তুলে ধরে মুক্তকণ্ঠে বলে ওঠেন: 'এ প্রয়োজন ছিল যে, যিনি প্রসবকালে কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, তিনি মৃত্যুর পর দেহকেও ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে অক্ষুণ্ন রাখবেন; যিনি শিশুরূপধারী স্রষ্টাকে গর্ভধারণ করেছিলেন, তিনি দিব্য কুটিরেই বসবাস করবেন; যিনি পিতা দ্বারা কনেরূপে নিরূপিতা হয়েছিলেন, তিনি স্বর্গীয় আবাসেই স্থান পাবেন; যিনি আপন পুত্রকে ক্রুশের উপর দেখেছিলেন, যিনি পুত্রের জন্মলগ্নে প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েও তাঁকে মরতে দেখে দুঃখ-খড়্গের আঘাতে বিদ্ধাই হয়েছিলেন, তিনি পিতার ডান পাশে সগৌরবে আসীন আপন পুত্রকে দেখতে পাবেন। এ সমীচীন ছিল যে, পুত্রের যা অধিকার তা ঈশ্বরজননীরও অধিকার হবে; এও সমীচীন ছিল যে, তিনি যত সৃষ্টজীব দ্বারা ঈশ্বরের জননী ও দাসী বলে সম্মানিতা হবেন।'

কন্‌স্তান্তিনপলের বিশপ সাধু জের্মানুস কুমারী ঈশ্বরজননীর ক্ষয়মুক্তি ও তাঁর শারীরিক স্বর্গোন্নয়ন বিষয়ে একথা সমর্থন করেন যে, সেই সবকিছু তাঁর ঐশমাতৃত্বকে শুধু নয়, তাঁর কুমারী দেহের বিশেষ পবিত্রতাকেও অলঙ্কৃত করে: 'শাস্ত্রের কথা অনুসারে, *আহা, সর্বাঙ্গীণ তোমার গৌরব,* এবং তোমার কুমারী দেহ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, সম্পূর্ণরূপে শুচি, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মন্দির। এজন্যই এ সমীচীন ছিল যে, তেমন দেহ সমাধির ক্ষয় ভোগ করতে পারবে না, বরং প্রাকৃতিক চেহারা বজায় রেখেও অক্ষয়শীল আলোতে রূপান্তরিত হবে, নবীন গৌরবময় জীবন-অবস্থায় প্রবেশ করবে, পূর্ণমুক্তি ও সম্পূর্ণ জীবন উপভোগ করবে।'

আর একজন প্রাচীন লেখক একথা বলেন: 'যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বর, যিনি জীবন ও অমরত্ব-দাতা, সেই স্বয়ং খ্রীষ্টই জননীকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন। তাঁকে যিনি প্রসব করেছিলেন, স্বয়ং খ্রীষ্টই তাঁকে চিরকালীন শারীরিক ক্ষয়মুক্তি দান করে নিজেরই মত করে তুললেন। স্বয়ং খ্রীষ্টই মৃত্যু থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও কেবল তাঁরই কাছে জানা এক পথ ধরে তাঁকে নিজের কাছে গ্রহণ করলেন।'

পুণ্য পিতৃগণের এ সমস্ত ধারণা ও ব্যাখ্যা এবং একই প্রসঙ্গে ঐশতত্ত্ববিদ্‌দেরও ধারণা ও ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ভিত্তি হল পবিত্র শাস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে বাইবেল পবিত্রা ঈশ্বরজননীকে আপন ঐশপুত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা, তাঁর সঙ্গে নিত্যদণ্ডায়মান ও তাঁর অবস্থার সহভাগিনী বলে উপস্থাপন করে।

তাছাড়া খ্রীষ্টীয় পরম্পরার কথা ধরে আমরা একথা ভুলে যেতে পারি না যে, দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেও পুণ্য পিতৃগণ কুমারী মারীয়াকে সেই নব-হবা রূপেই উপস্থাপন করেন যিনি নব-আদমের অধীনস্থা হয়েও তবু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা। মাতা ও পুত্র দু'জনেই নরকের সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সবসময় একসঙ্গে সংগ্রামরত বলে প্রতীয়মান; পূর্ব-সুসমাচার, অর্থাৎ আদিপুস্তক তিন অধ্যায় পনেরো পদের পূর্বঘোষণা অনুসারে সেই সংগ্রামের সমাপ্তি হবে পাপ ও মৃত্যুর উপর সম্পূর্ণ বিজয়; অর্থাৎ কিনা, সেই দু'টো শত্রুর উপরেই বিজয়, যেগুলো সাধু পল সর্বদা সংযুক্ত শত্রু বলে উপস্থাপন করেন। তাই যেমন খ্রীষ্টের গৌরবময় পুনরুত্থান হয়েছিল সেই বিজয়ের মূল অংশ ও শেষ চিহ্ন, তেমনি মারীয়ার বেলায়ও এ প্রয়োজন ছিল যে, তাঁর কুমারী দেহের গৌরবলাভেই সেই একই সংগ্রাম সমাপ্ত হবে। প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারেও *মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে।*

তাতে যিনি অনাদিকাল থেকে পূর্বনিরূপণের একই বিধি অনুসারে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে রহস্যাবৃতভাবে মিলিতা, যিনি অমলোদ্ভবা, যিনি ঐশমাতৃত্বে অক্ষুণ্ন কুমারী, যিনি পাপ ও মৃত্যুর উপর বিজয়ী ঐশমুক্তিসাধকের উদার সঙ্গিনী, সেই মহা ঈশ্বরজননী সমাধির ক্ষয়শক্তি জয় করেই আপন যত মহত্ত্বের শেষ মুকুটও লাভ করলেন। তাঁর আপন পুত্র যেমন করেছিলেন, তিনিও তেমনি মৃত্যু জয় করলেন ও আত্মায় ও শরীরে স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা হলেন: সেখানে তিনি সর্বকালের অমর রাজা তাঁর সেই আপন পুত্রের ডান পাশে রানী রূপে উদ্ভাসিতা।

শ্লোক

℣ আজ সেই উজ্জ্বল দিন, যে দিনে ঈশ্বরজননী স্বর্গে উন্নীতা হলেন। এসো, তাঁর গুণকীর্তন করে বলি:

℟ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

℣ পবিত্রা কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি মহাপ্রশংসার যোগ্যা: তোমা থেকেই ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্ট পরিত্রাতা জন্ম নিলেন।

℟ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

১৬ই আগস্ট

হাঙ্গেরীর সাধু স্তেফান

দ্বিতীয় পাঠ - পুত্রের কাছে সাধু স্তেফানের চেতনা-বাণী **১:২,১০**

বৎস, তোমার পিতার নির্দেশবাণী শোন

স্নেহের সন্তান, তোমার কাছে এ আমার প্রধান পরামর্শ, চেতনা-বাণী ও আদেশ: রাজমুকুটের মর্যাদা বজায় রাখ, কাথলিক ও প্রৈরিতিক বিশ্বাস তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে চল, ঈশ্বর যাদের তোমার অধীন করেছেন, তাদের কাছে যেন আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পার, ফলে সকল সৎলোক যেন তোমাকে সুসমাচারের প্রকৃত অনুগামী বলে স্বীকার করে। এতে নিশ্চিত হও যে, এ ছাড়া তুমি খ্রীষ্টান হতে পারবে না, মণ্ডলীর সন্তানও হতে পারবে না। রাজপ্রাসাদে খ্রীষ্টে বিশ্বাসের পর পরেই মণ্ডলীতে বিশ্বাস স্থান পায়—সেই যে মণ্ডলী প্রথমে আমাদের মাথা সেই খ্রীষ্ট দ্বারা রোপিত হয়ে পরবর্তীকালে তাঁর অঙ্গগুলো দ্বারা তথা প্রেরিতদূত ও পুণ্যবান পিতৃগণ দ্বারাই পুনঃরোপিত হয়েছে ও মজবুতভাবেই নির্মিত ও সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এ মণ্ডলী সর্বকালে ও সর্বস্থানে নতুন নতুন সন্তানকে জন্ম দেয়, যদিও বিভিন্ন দেশে তার প্রাচীন প্রবর্তন হেতু সে একপ্রকারে বৃদ্ধা বলেই গণ্য হতে পারে।

কিন্তু, স্নেহের সন্তান, আমাদের রাজ্যে মণ্ডলী এখনও যুবতী, কেননা অল্পদিন আগেই মাত্র তার কথা প্রচারিত হয়েছে; আর ঠিক এজন্যই এমন মানুষের দরকার আছে যারা তাকে পূর্ণ দায়িত্ব ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে, ঐশমঙ্গলময়তা যে মঙ্গল অযোগ্য এই আমাদের মঞ্জুর করেছে, সেই মঙ্গল যেন আমাদের শিথিলতা, অলসতা ও অবহেলার ফলে হারিয়ে না যায় ও নিঃশেষিত না হয়। হে স্নেহের সন্তান, হে আমার হৃদয়ের মাধুর্য, হে আমার উত্তরবংশের প্রত্যাশা, তোমাকে অনুরোধ করি, তোমাকে আদেশ দিই: সবকিছুতে ভালবাসা দ্বারাই নিজেকে চালিত হতে দাও, মমতাপূর্ণ হও—রাজপুরুষ, সেনাপতি, ধনী, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কেবল তেমন আত্মীয়স্বজনেরই প্রতি নয়, কিন্তু যারা অন্য কুটুম্বের মানুষ তাদেরও প্রতি, এমনকি তাদের সকলেরও প্রতি যারা তোমার কাছে আসে।

ভালবাসা সাধনা করলে তবেই সর্বোচ্চ আশীর্বাদের পাত্র হবে। অত্যাচারিতদের প্রতি দয়াবান হও। তোমার হৃদয়ে যেন প্রভুর দেওয়া আদর্শ নিত্যই উপস্থিত থাকে; তিনি তো বলেছেন, *আমি দয়ায় প্রীত, বলিদানে নয়।* সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও—ক্ষমতাশালীদের প্রতি শুধু নয়, দুর্বলদের প্রতিও।

শেষ কথা: বলবান হও, অনুকূলতায় যেন গর্বোদ্ধত না হও, প্রতিকূলতায় যেন ভেঙে না পড়। বিনম্রও হও, যেন ঈশ্বর এখন ও ভাবীকালে তোমাকে উন্নীত করেন। সুবিবেচক হও, ও কাউকে অতিমাত্রা শাস্তি ও দণ্ড দিয়ো না। কোমলপ্রাণ হও, কখনও ন্যায্যতা-বিরোধী হয়ো না। সৎমানুষ হও, যেন ইচ্ছাকৃতভাবে কারও অপমান না কর। শুচি হও, যেন মৃত্যুজনক কাঁটা সেই কুপ্রবৃত্তি এড়াতে পার। এখানে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় রাজমুকুটকে মর্যাদা দান করে; কিন্তু এগুলো না থাকলে কেউ ইহলোকে উপযুক্তভাবে রাজত্ব করতে পারে না, কেউ শাশ্বত রাজ্যেও পৌঁছতে পারে না।

শ্লোক তোবিত ৪:৮; সিরা ৩৫:৮,৯

℣ তোমার অর্থদান তোমার সম্পদের অনুপাতে হোক:

ট তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।

প্র অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও; পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন, তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও।

ট তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।

১৯শে আগস্ট

সাধু বার্নার্ড দ্য তলমেই, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ যোহন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' ১ম উপদেশ ৫,৬,১০,১১

ভালবাসাই সন্ন্যাসজীবনের লক্ষ্য

প্রেরিতদূতের মন অনুসারে, সন্ন্যাস-গ্রহণের লক্ষ্য হল অনন্ত জীবন; তিনি তো বলেন, *তোমরা এখন পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর লক্ষ্য অনন্ত জীবন।* লক্ষ্যে যাওয়ার পথ হল শুদ্ধহৃদয়তা, যা প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই 'পবিত্রতা' বলে অভিহিত করেন; শুদ্ধহৃদয়তা ছাড়া লক্ষ্যের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কথায়, তিনি ঠিক যেন বলেন: তোমাদের প্রথম লক্ষ্য হল শুদ্ধহৃদয়তা, চরম লক্ষ্য হল অনন্ত জীবন। তেমন লক্ষ্য বা শেষ-সীমানার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, *সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ সীমানার দিকে ছুটে দৌড়তে থাকি যেন খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি।* সুতরাং এসো, শুদ্ধহৃদয়তার তেমন লক্ষ্যে পৌঁছতে যা কিছু আমাদের চালিত করতে পারে, তা যথাসাধ্য পালন করতে সচেষ্ট থাকি। অন্য দিকে, যা কিছু আমাদের মন তেমন শুদ্ধহৃদয়তা থেকে সরিয়ে দেয়, এসো, অমঙ্গলকর, অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক বলে তা এড়িয়ে থাকি। এসো, এ উদ্দেশ্যে সবকিছু করি, সবকিছু সহ্য করি; কেননা এ উদ্দেশ্যেই আমরা আত্মীয়স্বজন, মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও এসংসারের যত আকর্ষণীয় আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করেছি। তেমন শুদ্ধহৃদয়তায় পৌঁছবার জন্য আমাদের উচিত নির্জনতা আলিঙ্গন করা, উপবাস ও নিশিজাগরণ পালন করা, শ্রম, বস্ত্রহীন অবস্থা সহ্য করা, ও শাস্ত্রপাঠে ও সদ্‌গুণ সাধনায় রত থাকা। এসব কিছুর কারণ এ যে, আমরা হৃদয় সমস্ত দুর্গতি থেকে মুক্ত রাখতে চাই ও কেমন যেন এক সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে ভালবাসার সিদ্ধতায় গিয়ে উঠতে চাই।

আমাদের দৃঢ় ধারণাই যে এ সমস্ত সাধনা আবশ্যক, কারণ এ ছাড়া ভালবাসার চূড়ায় পৌঁছনো সম্ভব নয়। আর যা দয়াকর্ম বা দয়াধর্ম বলা হয়, এজীবনে তাও আবশ্যক যতক্ষণ সামাজিক অবস্থার বৈষম্য বিরাজ করে। ইহলোকেও তা আবশ্যক হত না, যদি না থাকত গরিব, অভাবগ্রস্ত, রোগপীড়িতের এ অসংখ্য দল যারা মানুষের অন্যায্যতা দ্বারাই তেমন শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত; অর্থাৎ তাদেরই অন্যায্যতা, যারা স্রষ্টার সেই সমস্ত মঙ্গলদান—এমনকি তা ব্যবহার না করেও!—নিজেদেরই জন্য দখল করেছে যা তিনি সকলেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিরূপণ করেছিলেন। কিন্তু জগতে তেমন বৈষম্য বিরাজ করা পর্যন্ত দয়াকর্ম পালন আবশ্যক হবে; অন্য দিকে যারা তেমন দয়াকর্ম সঠিক ও মঙ্গলকর সঙ্কল্প নিয়ে পালন করে, তা তাদের নিজেদেরই উপকারে পরিণত হবে, কেননা তার প্রতিদান স্বরূপ তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।

কিন্তু সেই যে ভাবী জীবনে নিখুঁত সম্যতা বিরাজ করবে, সেই ভাবী জীবনে দয়াকর্ম শেষ হবে, কেননা সেই বৈষম্যই আর থাকবে না যার জন্য দয়াকর্মকে আবশ্যক ছিল। তখন সকলেই ইহলোকের নানা ক্রিয়াকান্ড থেকে ঈশ্বরপ্রেমে উত্তীর্ণ হবে ও চিরস্থায়ী শুদ্ধহৃদয়তার অবস্থায় ঐশবিষয় সংদর্শনে উন্নীত হবে।

উপরে উল্লিখিত দয়াকর্ম যে শেষ হবে, তাতে বিস্মিত হব কেন, যখন ধন্য পল আমাদের বলেন যে, পবিত্র আত্মার সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহদানগুলো পর্যন্তও লোপ পাবে, কিন্তু কেবল ভালবাসাই চিরকাল থেকে যাবে! *নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে।* কিন্তু ভালবাসা সম্বন্ধে তিনি বলেন, *ভালবাসা কখনও শেষ হবে না।*

কেননা সকল মঙ্গলদান আমাদের প্রয়োজন অনুসারেই ও সীমিত কালের জন্যই বিতরণ করা হয়েছে; বর্তমান ব্যবস্থা শেষ হলে মঙ্গলদানগুলোও লোপ পেতে বাধ্য; কিন্তু কোন কালের সীমা ভালবাসাকে কখনও ধ্বংস করবে

না। ভালবাসা আমাদের মঙ্গলার্থেই ক্রিয়াশীল—কেবল ইহলোকে নয়, পরলোকেও ক্রিয়াশীল। সেই ভাবী যুগে দৈহিক প্রয়োজনের বোঝা ছেড়ে ও লোপ পাবার সমস্ত বিপদ দূর হলে ভালবাসা অধিক কার্যকর ও উৎকৃষ্ট ভাবেই ও অধিক জীবন্ত আগুনে ও গভীরতর ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সনাতন অক্ষয়শীলতায় ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত হতে থাকবে।

শ্লোক কল ৩:১২,১৫,১৪

প্র ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর।
উ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।
প্র সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন।
উ খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

একই দিন ১৯শে আগস্ট

সাধু যোহন ইউডিস, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন ইউডিস-লিখিত 'সেই মহাপ্রশংসনীয় যীশুহৃদয়' ১:৫

পরিত্রাণ ও জীবনের উৎস

অনুরোধ করি: একথা ভাব যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টই তোমার প্রকৃত মাথা ও তুমি তাঁর অঙ্গগুলির একটি অঙ্গ। মাথা যেমন দেহেরই, তেমনি তুমিও যীশুরই। তাঁর যা কিছু আছে তা তোমার: তাঁর প্রাণ, হৃদয়, আত্মা ও তাঁর সকল গুণ। আর তোমার কর্তব্যই তাঁর এ সমস্ত তোমারই বলে ব্যবহার করা—ঈশ্বরের সেবা, প্রশংসা, ভালবাসা ও গৌরবদানের উদ্দেশ্যে। তুমি তাঁরই সম্পদ, অঙ্গগুলো যেভাবে মাথারই সম্পদ। একই প্রকারে তিনি নিজ সম্পদ রূপে তোমাকেই ও তোমার যা কিছু আছে তাও ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন, যাতে তাঁর পিতার সেবা ও গৌরবার্থে তা পরিণত হতে পারে। তিনি যে তোমারই সম্পদ তা শুধু নয়, তিনি তোমার অন্তরেও থাকতে ইচ্ছা করেন, তোমার মধ্যে জীবনযাপন ও প্রভুত্ব করতে ইচ্ছা করেন মাথা নিজ অঙ্গগুলিতে যেভাবে জীবনযাপন ও প্রভুত্ব করে। তাঁর ইচ্ছা, যা কিছু তাঁর মধ্যে রয়েছে, তা তোমার মধ্যেও জীবনযাপন ও প্রভুত্ব করুক: তাঁর প্রাণ তোমার প্রাণে, তাঁর হৃদয় তোমার হৃদয়ে, তাঁর আত্মার সকল গুণ তোমার আত্মার সকল গুণে, যেন তোমার বেলায়ও এ দিব্য বাণী পূর্ণতা লাভ করতে পারে: *তোমরা নিজেদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর;* এবং যীশুর জীবন যেন তোমার মধ্যে প্রকাশ পায়।

তুমি যে ঈশ্বরপুত্রের অধিকার হবে তা যথেষ্ট হয় না, তোমাকে তাঁরই মধ্যে থাকতে হবে, অঙ্গগুলো নিজেদের মাথায় যেভাবে উপস্থিত। তোমার মধ্যে যা কিছু আছে, তা তাঁরই দেহের অঙ্গ হতে হবে ও তাঁরই কাছ থেকে জীবন ও দিশা পেতে হবে। তোমার পক্ষে তাঁর মধ্যেই ছাড়া আর কোন জীবন নেই, কেননা তিনিই প্রকৃত জীবনের অনন্য উৎস। তাঁর বাইরে তোমার জন্য কেবল মৃত্যু ও সর্বনাশ। তিনিই হবেন তোমার সকল গতি, কাজকর্ম, গুণাবলি ও জীবনের বিচারমান; তুমি কেবল তাঁকে দিয়েই ও তাঁর জন্যই জীবনযাপন করবে: এ লক্ষ্যে এ দিব্য বাণী অনুসরণীয়: *সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই! কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।*

সুতরাং, এই যীশুর সঙ্গে তুমি এক, অঙ্গগুলো মাথার সঙ্গে যেভাবে এক। ফলত তোমার উচিত তাঁর সঙ্গে একপ্রাণ, একাত্মা, এক জীবন, এক ইচ্ছা, একচিত্ত, এক হৃদয় হওয়া। এও উচিত, তিনি হবেন তোমার প্রাণ, হৃদয়, ভালবাসা, জীবন—তোমার সব!

এ সমস্ত মর্মসত্য খ্রীষ্টবিশ্বাসীর বেলায় দীক্ষাস্নানে সূচিত হয়, হস্তার্পণ দ্বারা ও ঈশ্বরের দেওয়া অন্য অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধি ও শক্তি লাভ করে, ও পবিত্র খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্তে সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভ করে।

শ্লোক রো ১৪:৯,৮,৭

প্র এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।

℟ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

℣ আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না।

℟ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

২০শে আগস্ট

সাধু বার্নার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ৮৩:৪-৬**

প্রেম করি বিধায়ই আমি প্রেম করি, প্রেম করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেম করি

প্রেম স্বনির্ভরশীল; ঠিক প্রেম বলেই প্রেম প্রীতির বস্তু; আবার, প্রেম নিজেই প্রেমের কারণ। নিজের কাছে প্রেম হল একইসঙ্গে যোগ্যতা ও পুরস্কার। প্রেম নানা কারণের সন্ধান করে না, নিজেকে ছাড়া অন্য স্বার্থের অন্বেষণ করে না: তার স্বার্থ হল প্রেমের নিজের অস্তিত্ব। প্রেম করি বিধায়ই আমি প্রেম করি, প্রেম করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেম করি। প্রেম যদি নিজ উৎপত্তি ও মূলকারণের দিকে লক্ষ করে ও তাকে যদি তার উৎসের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে প্রেম সত্যিই মহা ব্যাপার; কেননা সেই উৎস থেকেই প্রেম সেই শক্তি সঞ্চয় করে যাতে অবিরত বয়ে যেতে পারে। আত্মার যত গতি, মনোভাব ও অনুরাগের মধ্যে কেবল প্রেম দিয়েই সৃষ্টজীব স্রষ্টাকে প্রতিদান দিতে পারে—যদিও এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদান সীমিত। আবার কেবল প্রেম দিয়েই প্রতিবেশীকে প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে, এক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিদান সমান। কেননা যখন ঈশ্বর প্রেম করেন, তখন প্রেমের পাত্র হওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না; তাঁর প্রেমের অন্য কারণ নেই, তিনি প্রেমের পাত্র হলে এতেই প্রীত, একথা জেনে যে, যারা তাঁকে প্রেম করবে তারা সেই প্রেমে তৃপ্তি পাবে। সুতরাং বরের প্রেম, এমনকি সেই বর-প্রেম প্রতিদানে কেবল প্রেম ও বিশ্বস্ততা দাবি করেন। তাই প্রেমিকাকে প্রেম করতে দেওয়া হোক—কনে, এমনকি সেই প্রেমেরই কনে প্রেম করবে না কেন? প্রেম প্রেমের পাত্র হতে পারবেন না কেন?

তাই তার সকল অনুরাগ ত্যাগ করে কনে সঙ্গতভাবেই কেবল প্রেমের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্না থাকে, কেননা প্রেমের প্রতিদান দিতে দিতে সে সেই প্রেমের সমান প্রেম দেখাতে চেষ্টা করে। তবু কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারে: যদিও কনে সম্পূর্ণরূপে প্রেমিকে রূপান্তরিতা হয়, তবুও প্রেমের সনাতন উৎসের মাত্রায় কখনও পৌঁছতে পারবে না। কথাটা নিশ্চিত যে, প্রেমিকা ও প্রেম, আত্মা ও বাণী, কনে ও বর, স্রষ্টা ও সৃষ্টজীব কখনও সমকক্ষ বলে পরিগণিত হতে পারবে না; কেননা পিপাসিতের পিপাসা মেটানোর চেয়ে উৎস বেশিই জল সরবরাহ করে।

কিন্তু এ সমস্ত কথায় লাভ কী? যখন কনে মহাবীরের সঙ্গে দৌড় দিতে পারে না, মাধুর্য ক্ষেত্রে মধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না, কোমলতা ক্ষেত্রে মেষশাবকের সঙ্গেও নয়, শুভ্রতা ক্ষেত্রে লিলিফুলের সঙ্গেও নয়, যিনি স্বয়ং প্রেম সেই প্রেম ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গেও নয়, তখন কি এমনটি হতে পারে যে, বিবাহ-প্রত্যাশী কনের বাসনা সম্পূর্ণরূপেই লোপ পাবে? আকাঙ্ক্ষীর কামনা ও প্রেমিক-প্রেমিকার উত্তাপও কি লোপ পাবে? প্রেমের কথা যে কল্পনা করে তার আস্থারও কি শেষ হতে হবে? কখনও না। কেননা নিম্নশ্রেণীর বস্তু হওয়ায় সৃষ্টজীব কম প্রেম করলেও, তথাপি সে যদি সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রেম করে, তবে তার পক্ষে যোগ দেওয়ার মত বাকি কিছু থাকবে না। অতএব, তার পক্ষে তেমন প্রেম হল বিবাহোৎসবের নামান্তর, কেননা তেমন প্রেম দেখাবার পর সে কম প্রেমের পাত্রী হতে পারে না, কারণ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ বিবাহ দু'জনেরই সম্মতিতে প্রকাশ পায়; আর প্রকৃতপক্ষে এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, আত্মা বাণীর প্রেমের পাত্রী—তিনিই প্রথম ও বেশিও তাকে প্রেম করেছেন।

শ্লোক সাম ৩১:২০; ৩৬:৯ দ্রঃ

℣ হে প্রভু, কেমন মহান তোমার সেই মাধুর্য,

℟ যা তাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছ যারা তোমাকে ভয় করে।

১৮ তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যেই পরিতৃপ্ত; তুমি তো তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও তোমার সেই অমৃতধারায়
২০ যা তাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছ যারা তোমাকে ভয় করে।

২১শে আগষ্ট

পোপ দশম পিউস

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ দশম পিউসের প্রৈরিতিক নির্দেশনামা **ঐশপ্রেরণা**

ঈশ্বরের প্রশংসাগানে রত মণ্ডলী

সামসঙ্গীতমালা ঐশপ্রেরণা দ্বারা রচিত হয়েছে ও পবিত্র শাস্ত্রে সঙ্কলিত রয়েছে। প্রমাণ আছে যে, মণ্ডলীর আদি থেকেই সামসঙ্গীত ভক্তদের ভক্তির পুষ্টিসাধনের জন্য উত্তম উপায় ছিল। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা সামসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে স্তুতি-নৈবেদ্য অর্পণ করত, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠের ফল যা তাঁর নামকীর্তন করত। প্রাচীন বিধানেও গৃহীত প্রথা অনুসারে, পুণ্য উপাসনা ও ঐশকাজের যথেষ্ট ব্যাপক একটি অংশ সামসঙ্গীত দিয়েই গঠিত। সামসঙ্গীত থেকেই 'মণ্ডলীর সেই কণ্ঠের' উদ্ভব, যা বিষয়ে সাধু বাসিল কথা বলেন; এবং 'প্রশংসাগানের কন্যা' সেই সামসঙ্গীত-পরিবেশনেরও উদ্ভব হল যা বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী পোপ উর্বানুস বলেন, সেই প্রশংসাগান 'ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসনের সামনে অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে।' সাধু আথানাসিউসের শিক্ষা অনুসারে, সামসঙ্গীত-ই বিশেষভাবে দিব্য উপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত মানুষকে শেখায় 'কেমন অনুপাতে ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত, ও কেমন ভাষায় তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানো উচিত।' এক্ষেত্রে সাধু আগস্তিন উত্তমরূপে বলেন, 'মানুষ দ্বারা উপযুক্ত প্রশংসা পাবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ঈশ্বর নিজের প্রশংসা করেছেন; আর তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজের প্রশংসা করেছেন বলেই মানুষ আবিষ্কার করেছে সে তাঁর কেমন প্রশংসা করতে পারবে।'

সামসঙ্গীতমালায় এমন আশ্চর্যময় কার্যকারিতা পাওয়া যায় যাতে সকলের অন্তরে সদ্‌গুণের বাসনা জাগে। কেননা যদিও প্রাচীন ও নবীন গোটা শাস্ত্রই ঐশপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও ধর্মশিক্ষার জন্য উপযোগী, তবু সাধু আথানাসিউসের মতে সামসঙ্গীত-মালাই সেই পরমদেশের উদ্যান, যেখানে ঐশঅনুপ্রাণিত বাকি সকল পুস্তকের ফল সংগ্রহ করা যায়। তাতে সামসঙ্গীত-মালা যে অন্য পুস্তকগুলোর স্তুতিগান জাগিয়ে তোলে তা শুধু নয়, তার নিজস্ব সেই স্তুতিগানগুলোও যোগ দেয় যা সেতারের সুরে পরিবেশিত। সাধু আথানাসিউস বলে চলেন, 'সত্যি, আমি যখন সামসঙ্গীত ধ্বনিত করি, তখন আমার মনে হয় সামসঙ্গীতগুলো কেমন যেন নানা দর্পণেরই মত, যার মধ্যে একজন নিজের চেহারা ও তার অন্তরের অবস্থাও দর্শন করতে পারে, যার ফলে তা আবৃত্তি করার অধিক উদ্দীপনা অনুভব করে।' সাধু আগস্তিন নিজ লেখা 'স্বীকারোক্তিতে' বলে ওঠেন: 'তোমার সম্মানে ধ্বনিত সেই স্তুতিগান ও সঙ্গীত শুনে আমি কেমন কাঁদছিলাম! তোমার মণ্ডলীর নানা কণ্ঠস্বরে আমার অন্তর কেমন বিগলিত হচ্ছিল! তোমার মণ্ডলী, আহা, কেমন মধুর গান করছিল! সেই কণ্ঠ আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছিল, সত্য আমার হৃদয়ে নেমে আসছিল, আর সেই সবকিছু প্রেম-মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে এমন আনন্দ জাগাচ্ছিল যে, আমি অশ্রুজলে বিগলিত হয়ে যাচ্ছিলাম।'

এই অসংখ্য পদ যা এতই সুন্দর ও গভীর ভাবেই ঈশ্বরের অসীম মহত্ত্ব, তাঁর পরাক্রম, তাঁর সর্বোচ্চ পবিত্রতা, তাঁর মঙ্গলময়তা ও দয়া, ও সেইসঙ্গে তাঁর সমস্ত অসীম গুণ গান করে, তার আবৃত্তি করে কেইবা নিজেকে অত্যন্ত উদ্দীপিত মনে করবে না?

সামসঙ্গীতে নিহিত ধর্মীয় ভাব এতই গভীর ও আশ্চর্যময় ভাবে কার্যকর যে, হৃদয়ে ঐশউপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাগে, মানুষ নতুন অনুগ্রহ লাভের জন্য বিনম্র যাচনা রাখতে উদ্দীপিত হয়, ও পাপ থেকে মনপরিবর্তনের কল্যাণকর সঙ্কল্প আবির্ভূত হয়।

সামসঙ্গীতমালা খ্রীষ্টভক্তি উদ্দীপ্ত করে, কারণ সামসঙ্গীত এমন এক ছবির মত যা মুক্তিসাধকের সূক্ষ্ম দৃশ্য উপস্থাপন করে। তবে সঙ্গতভাবেই আগস্তিন 'সকল সামসঙ্গীতে সেই কণ্ঠ শুনতেন যা জয়ধ্বনি তুলত বা বিলাপ করত, প্রত্যাশায় আনন্দ দিত বা গন্তব্যস্থানের আকাঙ্ক্ষা করত।'

শ্লোক ১ থে ২:৪,৩

℟ ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি।

৺ মানুষকে নয়, ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

℣ আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়;

৺ মানুষকে নয়, ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

২২শে আগস্ট

বিশ্বরানী ধন্যা কুমারী মারীয়া

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - লসান্নার বিশপ সাধু আমোদেউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭**

বিশ্বরানী ও শান্তিরানী

পবিত্রা কুমারী মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন। কিন্তু এ অসাধারণ ঘটনা বাদেও তাঁর প্রশংসনীয় নাম বিশ্বজুড়ে উদ্ভাসিত হল, ও স্বর্গে ঝাঁপ দেওয়ার আগেও তাঁর অমর গৌরব সর্বস্থানে পরিব্যাপ্তি লাভ করল। কেননা তাঁর পুত্রের সম্মানের খাতিরেও এ সমীচীন ছিল যে, কুমারী জননী আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন যাতে পরিশেষে স্বর্গেও গৌরব লাভ করেন। এও সমীচীন ছিল যে, তাঁর পবিত্রতা ও তাঁর মহত্ত্ব নিম্নলোকে বৃদ্ধি পাবে, ও পবিত্র আত্মা দ্বারা গুণের পর গুণ ও জ্যোতির পর জ্যোতি পার হয়ে শীর্ষ পর্যায়ে সেই ক্ষণেই পৌঁছবে যে ক্ষণে তিনি ঊর্ধ্ব আবাসে প্রবেশ করবেন।

অতএব, শরীরীরূপে এখানে থাকাকালেও তিনি ভাবী রাজ্যের সুখ ভোগ করছিলেন—ঈশ্বর পর্যন্ত গিয়ে উঠছিলেন, আবার প্রেম গুণে ভাইবোনদের কাছে নেমে আসছিলেন। তিনি স্বর্গদূতদের সম্মানের পাত্রী হলেন, মানুষেরও প্রণামের পাত্রী হলেন। স্বর্গদূতদের সঙ্গে গাব্রিয়েল পাশে পাশে থেকে তাঁর সেবা করছিলেন; প্রেরিতদূতদের সঙ্গে যোহন ছিলেন, আর কৌমার্য-ব্রতী যে তিনি, অত্যন্ত খুশি ছিলেন যে ক্রুশের তলায় কুমারী জননীকে তাঁর নিজের রক্ষায় দেওয়া হয়েছিল। স্বর্গদূতেরা এজন্যই আনন্দিত ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের রানীকে দেখতে পাচ্ছিলেন; প্রেরিতদূতেরা এজন্যই আনন্দিত ছিলেন যে, তাঁরা প্রভুর জননীকে দেখতে পাচ্ছিলেন—উভয় দল ভক্তিপূর্ণ ভালবাসায় তাঁকে ঘিরে রাখছিলেন।

তিনি পবিত্রতার সর্বোৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদে বাস করছিলেন, ঐশউপকারের প্রাচুর্য ভোগ করছিলেন, ও পিপাসিত বিশ্বাসী সমাজের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করছিলেন—তিনি যে অনুগ্রহের ঐশ্বর্যেই সকল সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বে!

তিনি শারীরিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক প্রতিকার মঞ্জুর করছিলেন, দেহ ও আত্মা দু'টোকেই পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই কেইবা কখনও অসুস্থ বা শোকার্ত বা স্বর্গীয় রহস্য বিষয়ে তৃপ্ত না হয়ে বিদায় নিল? প্রভুর জননী সেই মারীয়ার কাছ থেকে যা কিছু প্রত্যাশা করছিল তা পেয়ে এমন কেইবা মনের আনন্দে ও খুশি মনে ঘরে যায়নি?

মারীয়া ছিলেন আধ্যাত্মিক রত্নায় ধনবতী কনে, অদ্বিতীয় বরের জননী, সমস্ত মাধুর্যের উৎস, আধ্যাত্মিক কাননের আনন্দ, সেই জীবন্ত ও জীবনদায়ী জলের উৎস যা দিব্য লেবানন থেকে, সিয়োন পর্বত থেকেই সর্বস্থানে বিস্তৃত বিধর্মী সকল জাতি পর্যন্তই বেয়ে চলে। হ্যাঁ, তিনি শান্তি ও অনুগ্রহের নদনদী প্রবাহিত করছিলেন। এজন্য সর্বোত্তম কুমারী স্বর্গদূতদের আনন্দের মধ্যে, মহাদূতদের উল্লাসের মধ্যে ও স্বর্গপ্রাণীদের জয়ধ্বনির মধ্যে ঈশ্বর দ্বারা ও রাজাধিরাজ তাঁর পুত্র দ্বারা স্বর্গে উন্নীতা হতে হতে সামসঙ্গীত-রচয়িতার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করল যখন তিনি প্রভুকে বলেন: *ওফিরের সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী।*

শ্লোক প্রত্যা ১২:১; সাম ৪৫:১০,১৪ দ্রঃ

℟ স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যাঁর বসন, চন্দ্র যাঁর পদতলে,

℟ যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

℣ সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেই রানী,

℟ যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

২৩শে আগস্ট

লিমার সাধ্বী রোজী

দ্বিতীয় পাঠ - লিমার সাধ্বী রোজীর পত্রাবলি **কাস্তিল্ল চিকিৎসকের কাছে পত্র**

আমরা খ্রীস্টের সেই প্রেম জানি যা সমস্ত জ্ঞানের অতীত

ত্রাণকর্তা উচ্চকণ্ঠে বললেন: সকলে একথা জানুক যে, অনুগ্রহ ক্লেশের পরেই আসে; সকলে উপলব্ধি করুক যে, ক্লেশের ভার ছাড়া অনুগ্রহের চূড়ার নাগাল পাওয়া যায় না; সকলে বুঝে নিক যে, যন্ত্রণার তাপ যতখানি বৃদ্ধি পায়, অনুগ্রহদানের মাত্রাও ততখানি বৃদ্ধি পায়। কারও যেন ভুল না হয়, কেউই যেন প্রবঞ্চিত না হয়: এ-ই পরমদেশের অনন্য প্রকৃত সিঁড়ি; আর ক্রুশ ছাড়া স্বর্গে যাওয়ার মত আর কোন পথ নেই।

তেমন বাণী শুনে আমি অন্তরের তীব্র উদ্দীপনায় উদ্দীপিতা হয়ে কেমন যেন চত্বরে গিয়ে যত বয়স, লিঙ্গ বা শ্রেণির মানুষের কাছে—সকলেরই কাছে চিৎকার করে বলতে চাচ্ছিলাম: শোন, জনগণ; কান দাও, সকল জাতি। খ্রীস্টের পক্ষ থেকে ও তাঁর নিজেরই মুখের কথা দ্বারা আমি তোমাদের এ চেতনা দিচ্ছি যে, ক্লেশ ভোগ না করলে অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। এ আবশ্যক যে, যন্ত্রণা যন্ত্রণায় যোগ দিক, যাতে আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগিতা, ঈশ্বরসন্তানদের গৌরব ও আত্মার সিদ্ধ কান্তি লাভ করতে পারি।

একই উত্তেজনাই আমাকে তীব্রতার সঙ্গে ঠেলা দিচ্ছিল আমি যেন দিব্য অনুগ্রহের সৌন্দর্যের কথা প্রচার করি; সেই উত্তেজনা আমাদের পীড়ন করছিল, সেই উত্তেজনায় আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলাম, কেবল আকাঙ্ক্ষাই করছিলাম। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, আত্মা দেহ-কারাকক্ষে আর থাকতে পারছে না, কিন্তু দরকার ছিল, কারাকক্ষটি ভেঙে যাক, তবেই স্বাধীন ও নির্জন হয়ে আত্মা অধিক দ্রুতগামী হয়ে জগৎজুড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলবে: হায় হায়, মরণশীল মানুষ যদি জানত অনুগ্রহ যে কী! যদি জানত অনুগ্রহ কেমন সুন্দর, কেমন উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান! অনুগ্রহ কেমন ঐশ্বর্য, কতগুলো ধন, কত সুখ, কত আনন্দ নিজের মধ্যে গুপ্ত রাখে! তারা তা জানলে তবে কোন সন্দেহ নেই যে তারা নিজেরাই অসুবিধা ও কষ্টের সন্ধানে যেত; ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে বরং বিরক্তি, রোগ ও পীড়নেরই ভিক্ষা করে বেড়াত, আর তা করত অনুগ্রহের অমূল্য ধন লাভ করার জন্য। কারণ এই তো সরল অন্তরে গৃহীত কষ্টের অর্জন ও চরম লাভ। লোকে যদি জানত মানুষদের মধ্যে বিতরণ ক্ষেত্রে কষ্ট কেমন দাঁড়িপাল্লায় মাপা হয়, তবে ভাগ্যে যত কষ্ট ও ক্রুশ পড়ত না কেন তার জন্য কেউই অসন্তোষ প্রকাশ করত না।

শ্লোক ১ করি ১:২৭,২৮-২৯; সাম ১৩৮:৬ দ্রঃ

℣ জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,

℟ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

℣ সর্বোচ্চ হয়েও প্রভু অবনমিতকে দেখেন, কিন্তু গর্বিতের উপর দৃষ্টিপাত করেন না,

℟ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

২৪শে আগস্ট

সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত

পর্ব

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪:৩,৪**

ঈশ্বরের দুর্বলতা মানুষের শক্তির চেয়ে শক্তিশালী

ক্রুশ সারা পৃথিবী জুড়েই তার স্বীয় আকর্ষণ-শক্তি কার্যকর করল; ক্রুশ তা করল মানবীয় বিশেষ প্রভাবশালী শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং স্বল্পগুণ-সম্পন্ন মানুষদের সাহায্যে। ক্রুশের ভাষণ শূন্য কথার ভাষণ নয়, তার ভাষণ বরং এমন, যা ঈশ্বর সংক্রান্ত, সত্যকার ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত, খাঁটি সুসমাচারের আদেশ সংক্রান্ত, ভাবী বিচার সংক্রান্ত ভাষণ। এ ধর্মশিক্ষাই নিরক্ষর মানুষকে উদ্বুদ্ধ মানুষে পরিণত করল।

ঈশ্বরের ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো লক্ষ করে দেখা যায়, ঈশ্বরের মূর্খতা মানুষের জ্ঞানের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান, তাঁর দুর্বলতা মানবীয় শক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। সেই দুর্বলতা কোন্ অর্থেই অধিক শক্তিশালী? এই অর্থে যে, মানুষের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ক্রুশ সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে ও সকল মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেছে। অনেকেই সেই ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির নাম বাতিল করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টার বিপরীত ফল হয়েছে: নামটি নিত্য নবীন ভাবে ফুটে উঠল ও ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে সুসংগঠিত হতে লাগল। অপর দিকে শত্রুদের ধ্বংস ও বিলুপ্তি হয়েছে। তারা ছিল এমন জীবিত মানুষ যারা একজন মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তবুও তারা তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি। সুতরাং, যখন একজন বিধর্মী একজন খ্রীষ্টানকে বলে 'তুমি জীবনের বাইরে রয়েছ,' সে তখন বাজে কথাই বলে। সে যখন আমাকে বলে যে আমার বিশ্বাসের জন্য আমি নির্বোধ, তখন সে আমাকে নিশ্চিত করে যে, সে নিজেকে জ্ঞানী মনে করলেও আমি প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে সহস্রগুণে জ্ঞানবান। আর সে যখন আমাকে দুর্বল মনে করে, তখন সে বুঝতে পারে না যে, সে নিজেই আসলে দুর্বল। দার্শনিকেরা, রাজারা এবং—কথার কথা, সেই সমগ্র সংসার যা শত শত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে—তারা সকলে মোটেই কল্পনা করতে পারে না, সেই কর-আদায়কারীরা ও সেই জেলেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণে কত কী না সাধন করতে পারলেন। এবিষয় চিন্তা-ভাবনা করে পল বলে উঠলেন: *যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।* এ বাণী যে দিব্য এক বাণী, তা তো সুস্পষ্ট। আসলে, যাঁরা হ্রদে ও নদীতে সারা জীবন কাটিয়েছিলেন, সেই বারোজন দুর্বল, এমনকি নিরক্ষর মানুষ কেমন করে কল্পনা করতে পারতেন, তাঁরা তেমন মহাকাজে হাত দেবেন? সম্ভবত তাঁরা একটি শহরে বা একটি নগর-দরবারেও কখনও পা বাড়াননি। তাই কেমন করে তাঁরা সারা জগতের সামনে দাঁড়াবার কল্পনা করতে পারতেন? যিনি কিছুই না লুকিয়ে ও তাঁদের দোষত্রুটিও গোপন না রেখে তাঁদের জীবনী লিখেছিলেন, তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করেন যে, সেই বারোজন ছিলেন ভীরু ও অল্পসাহসের মানুষ: এ হল একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে তাঁর সেই লেখা সম্পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী।

তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, বহু অলৌকিক কাজ করার পর যখন খ্রীষ্টকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সকল প্রেরিতদূত পালিয়ে যান ও তাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি যীশুকে অস্বীকারও করেন। তবে এখানে একটা দ্বন্দ্ব দাঁড়ায়: খ্রীষ্ট জীবিত থাকাকালে এঁরা সবাই অল্পসংখ্যক ইহুদীদের সামনে দাঁড়াতে পারেন না, অথচ খ্রীষ্ট মৃত ও সমাহিত থাকাকালে, এমনকি অবিশ্বাসীদের কথা অনুসারে তিনি অ-পুনরুত্থিত অবস্থায় থাকার ফলে কথা বলা থেকেও বঞ্চিত হলেও এঁরা তাঁর কাছ থেকে এমন সাহস পান যে, সারা জগতেরই সামনে বিজয়ী হয়ে দাঁড়ান: কেমন করে এ দ্বন্দ্ব সমাধান করা যায়? তাঁদের মুখে বরং কি এ ধরনেরই কথা যুক্তিসঙ্গত হত না, যথা: আর এখন কী করব? তিনি তো নিজেকে বাঁচাতে পারেননি, তাই কী করে আমাদের বাঁচাবেন? তিনি যখন নিজেকেও রক্ষা করতে পারেননি, তখন মৃত অবস্থায় কী করে আমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের দিকে হাত বাড়াবেন? জীবিত থাকাকালে তিনি যখন একটিমাত্র দেশও জয় করতে পারেননি, তখন শুধু তাঁর নাম হাতিয়ার করে আমাদের পক্ষে জগৎকে জয় করা সম্ভব কি? তেমন কাজে হাত দেওয়া, এমনকি তেমন কাজ কেবল কল্পনাও করা কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়?

সুতরাং এ কথাই স্পষ্ট যে, তাঁকে পুনরুত্থিত অবস্থায় যদি না দেখে থাকতেন ও তাঁর শক্তির একটা অনস্বীকার্য প্রমাণ যদি না পেয়ে থাকতেন, তাহলে তেমন ঝুঁকি তাঁরা কখনও নিতেনই না।

শ্লোক ১ করি ১:২৩,২৪; ২ করি ৪:৮; রো ৮:৩৭

℣ আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূতদের কাছে

℟ তিনি ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই প্রজ্ঞা।

℣ পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

℟ তিনি ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই প্রজ্ঞা।

২৫শে আগস্ট

ফ্রান্সের রাজা সাধু লুইস

দ্বিতীয় পাঠ - পুত্রের কাছে সাধু লুইসের আধ্যাত্মিক উইল **সাধুসাধ্বীদের জীবনবৃত্তান্ত ৫**

ন্যায়রাজ পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেন

স্নেহের সন্তান, আমি সর্বপ্রথমে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসতে তোমাকে অনুরোধ করি। এ ছাড়া পরিত্রাণ নেই।

সন্তান, যা কিছু ঈশ্বরের কাছে অসন্তোষজনক হতে পারে, তা থেকে তথা মৃত্যুজনক পাপ থেকেই তোমাকে দূরে থাকতে হবে।

মৃত্যুজনক পাপ করার চেয়ে সমস্ত প্রকার নিপীড়নের হাতে কষ্টভোগ করাই শ্রেয়।

উপরন্তু, প্রভু এমনটি হতে দিলে তুমি কোন ক্লেশে পীড়িত হবে, তবে তোমার উচিত তাঁকে ধন্যবাদ জানানো ও সেই ক্লেশ সদিচ্ছার সঙ্গে সহ্য করা, একথা ভেবে যে, তাতে তোমার উপকার হবে, এমনকি হয় তো তুমি তেমন ক্লেশের যোগ্যই ছিলে।

আর প্রভু যদি তোমাকে অনুকূলতার মত কিছু দেন, তাহলে তাঁকে বিনম্রতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানানো যথেষ্ট নয়, কিন্তু সতর্ক থাক পাছে আত্মগর্বের ফলে বা অন্য প্রকারেও তুমি আরও খারাপ হও; অর্থাৎ কিনা সতর্ক থাক যেন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না কর বা তাঁর নিজের উপহার দ্বারাই তাঁকে অপমান না কর।

মণ্ডলীর সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানে ভক্তি ও সদিচ্ছার সঙ্গে অংশ নাও। অন্যমনস্ক হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ো না, অনুচিত আলাপেও সময় ব্যয় করো না, কিন্তু ওষ্ঠ ও হৃদয় দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর।

গরিব, হতভাগা ও দুঃখীর প্রতি সহৃদয় হও; সাধ্যমত তাদের সাহায্য কর ও তাদের সান্ত্বনা দাও।

ঈশ্বর তোমাকে যত উপকার মঞ্জুর করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাও, যাতে মহত্তর উপকার লাভের যোগ্য হতে পার। প্রজাদের প্রতি সততার সঙ্গে ব্যবহার কর, এমনভাবেই আচরণ কর যেন সবসময় ন্যায়পথে থাক—ডানে বা বামে সরে না গিয়ে। তুমি বরং ধনীদের চেয়ে গরিবদের পক্ষেই সবসময় দাঁড়াও, যতক্ষণ সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হও।

অত্যন্ত যত্ন দেখাও যেন তোমার সকল প্রজা ন্যায় ও শান্তিতে থাকে—বিশেষভাবে যাজকবর্গ ও ধর্মব্রতী-ব্রতিনী। আমাদের মাতা সেই রোম মণ্ডলীর প্রতি ও আধ্যাত্মিক পিতারূপে পোপ মহোদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা দেখাও। সচেষ্ট থাক যেন তোমার দেশ থেকে সমস্ত পাপ, বিশেষভাবে ঈশ্বরনিন্দা ও ভ্রান্তমত দূরে থাকে।

স্নেহের সন্তান, পুত্রের কাছে উত্তম পিতা যত আশীর্বাদ দান করতে পারেন, আমি তা তোমাকে দান করছি। ত্রিত্ব ও সকল সাধুসাধ্বী সমস্ত অনর্থ থেকে তোমাকে রক্ষা করুন। প্রভু অনুগ্রহ করুন তুমি যেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর, তিনি যেন তোমার দ্বারা সম্মান ও গৌরব গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাঁর দয়ায় আমরা যেন এজীবনের পর সকলে মিলে তাঁকে দেখতে, ভালবাসতে ও চিরকাল ধরে তাঁর প্রশংসাগান করতে পারি। আমেন।

শ্লোক ২ রাজা ১৮:৩,৫,৬,৭ দ্রঃ

℣ সাধু লুইস প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। সকল রাজার মধ্যে কেউই তাঁর মত হননি।

℟ তিনি প্রভুকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন, তাঁর অনুগমন থেকে কখনও সরলেন না।

℣ তিনি প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা পালন করলেন। তাই প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

℟ তিনি প্রভুকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন, তাঁর অনুগমন থেকে কখনও সরলেন না।

একই দিন ২৫শে আগস্ট

সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জ, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জের রচনাবলি

এসো, খ্রীস্টের অনুসরণ করতে ও কেবল তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী থাকি

বালকেরা, বিশেষভাবে গরিব বালকেরা যেন অনন্ত জীবন লাভের জন্য সাহায্য পায়, সেই উদ্দেশ্যে তাদের চরিত্রগঠনে আত্মনিয়োজিত হওয়াই উৎকৃষ্ট কাজ ও মহা আশীর্বাদের উৎস। যে কেউ তাদের গুরু হয়, ও চিত্তগঠনের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে—বিশেষভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে, বালকদের প্রতি সে কেমন যেন তাদের রক্ষীদূতের একই কাজ পালন করে, ও তাদের মানবিক ও খ্রীষ্টীয় অগ্রগতির জন্য মহা প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় এমন গঠনমূলক মাধ্যম যার প্রতিকল্প নেই, কুপথ থেকে বালকদের বাঁচাবার জন্য শুধু নয়, কিন্তু বিশেষভাবে ন্যায়পথে তাদের কার্যকরভাবে অনুধাবন করার জন্যই বিদ্যালয় আবশ্যক—বালকদের পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশ যাই হোক না কেন। শিক্ষকের সঙ্গে ঘন ঘন সংসর্গ যুবকদের অন্তরে এমন গভীর রেখা পাত করতে পারে যার ফলে তাদের সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারে।

নরম পল্লব হওয়ায় যুবকেরা সহজেই নিজেদের সেদিকে চালিত হতে দেয় যেদিকে শিক্ষক চান; কিন্তু তারা একবার বিপজ্জনক দিকে ঝুঁকে পড়লে, তবে তাদের সংস্কার ও পুনর্গঠন করা বেশ কঠিন হবে।

বালকদের, বিশেষভাবে গরিব বালকদের নিখুঁত গঠন মানবিক ও খ্রীষ্টীয় দিক দিয়ে তাদের উন্নয়ন-ব্যাপারে অবদান রাখে বটে; কিন্তু শুধু তা নয়, সকলের দ্বারাও প্রশংসার বিষয়: মাতাপিতাই সন্তুষ্ট, কারণ দেখছেন, নিজেদের ছেলেমেয়েরা ন্যায়পথে পা বাড়াচ্ছে; সরকারী কর্তৃপক্ষও সন্তুষ্ট, কারণ সৎ নাগরিক ও বিশ্বস্ত প্রজার উপরে নির্ভর করতে পারেন; মণ্ডলীই বিশেষভাবে সন্তুষ্ট, কারণ তাদের মধ্যে সে তার প্রৈরিতিক কাজের নানা অভিব্যক্তির জন্য সক্রিয় ও কার্যকর সদস্য লাভ করে।

গঠন-কাজের জন্য অধিক ভালবাসা, যে কোন অবস্থায়ই ধৈর্য, গভীর বিনম্রতা থাকা চাই; কিন্তু যে কেউ এ লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে ও ঈশ্বরের কাছে তেমন গঠন-কাজে বিশ্বস্ততা যাচনা করে, সে সত্যের সহযোগী হিসাবে মনোনীত হয়েছে বলে আনন্দ ভোগ করা ছাড়া স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য ও সান্ত্বনা পাবে, ও তাঁরই হাত থেকে সেই পুরস্কার গ্রহণ করবে যা বিষয়ে সেই পবিত্র পুস্তক বলে: *যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে।*

এসব কিছু নিশ্চয়ই তারা পাবে, যারা উৎসর্গীকৃত জীবনের পূর্ণ আত্মদানে এ কাজে ব্রতী হয়ে সেই খ্রীস্টেরই অনুসরণ করতে ও কেবল তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী হয় যিনি বলেছেন: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।*

শ্লোক ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯

℣ তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম:
℟ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।
℣ আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন:
℟ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।

২৭শে আগস্ট

সাধ্বী মণিকা

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **৯ম পুস্তক ১০-১১**

এসো, সনাতন প্রজ্ঞায় পৌঁছতে সচেষ্ট থাকি

যেদিন আমার মাতার ইহজীবন থেকে বিদায় নেবার কথা—এমন দিন যা তুমি জানতে আমরা কিন্তু জানতাম না—সেদিন এবার কাছে এসে গেছিল। তোমার রহস্যময় ও যত্নশীলতাপূর্ণ সঙ্কল্পক্রমে একদিন এমনটি ঘটেছিল যে, ওস্তিয়ার কাছে যে বাড়িতে আমরা বাস করছিলাম, সে বাড়ির ভিতরকার বাগানমুখী একটি জানালায় হেলান দিয়ে আমি ও তিনি একাকী ছিলাম; অতিদীর্ঘ যাত্রার শ্রান্তির পরে লোকদের কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

অতীতের কথা ভুলে গিয়ে আমরা একাকী হয়ে মহা মাধুর্যের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ভবিষ্যতের দিকেই উন্মুখ ছিলাম—বর্তমান সত্য যে তুমি, সেই সত্যের আলোতে পবিত্রজনদের শাশ্বত অবস্থা জানতে চেষ্টা করছিলাম—সেই জীবনকেই জানতে চাচ্ছিলাম যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়েও যা কখনও প্রবেশ করেনি। তোমার কাছে যে জীবনের উৎস রয়েছে, তোমার সেই উৎস থেকে নির্গত জলের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হয়েই আমরা থাকছিলাম। আমি এপ্রকার ভাব প্রকাশ করছিলাম, যদিও ঠিক এভাবে নয় ও একই কথায় নয়। তথাপি, হে প্রভু, তুমি তো জান যে, সেদিনে আমরা যখন সেভাবে কথা বলছিলাম, ও একথা ওকথা বলতে বলতে যখন এসংসার ও তার যত আমোদ-প্রমোদ আমাদের চোখে তার সমস্ত আকর্ষণ হারাচ্ছিল, তখন আমার মাতা আমাকে বললেন: 'সন্তান, আমার দিক থেকে, এজীবনের প্রতি আমি আর কোন আকর্ষণ পাচ্ছি না। এই নিম্নলোকে আমি আর কী করব ও কী জন্য এখানে আছি, তা জানি না। আমার কাছে এসংসার অভিলাষের বস্তু আর নয়। যে উদ্দেশ্যে আমি আর কিছুদিন এজীবনে থাকতে ইচ্ছা করছিলাম এ ছিল: মরবার আগে আমি যেন তোমাকে কাথলিক খ্রীষ্টান হিসাবে দেখতে পাই। ঈশ্বর আমার প্রত্যাশার অতীত সাড়া দিলেন; তিনি আমাকে দেখতে দিলেন, তুমি তাঁর সেবায় রত আছ, পার্থিব সুখ থেকেও মুক্ত আছ। তাই আমি এখানে আর কী করব?'

কথা প্রসঙ্গে উত্তরে আমি কী বলেছিলাম সেকথা আমার স্পষ্টভাবে মনে নেই; যাই হোক, প্রায় পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন। অসুস্থতা কালে তিনি একদিন মূর্ছা গেলেন ও কিছুক্ষণের মত অজ্ঞান ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে ছুটে গেলাম, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল—আমার দিকে ও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি যেন কিছু খুঁজছেন এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আমি কোথায় ছিলাম?'

তারপর আমাদের দুঃখে আক্রান্ত দেখে তিনি বললেন: 'তোমাদের মাতাকে এইখানে কবর দাও।' আমি চুপ হয়ে পড়লাম, ও কান্না থামাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমার ভাই কিছু কথা বলল, তার কামনাই মা যেন বিদেশী মাটির বুকে নয়, মাতৃভূমিতেই চোখ বন্ধ করবেন। তা শুনে মা তেমন কথার জন্য অসন্তোষের ভাব দেখালেন। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'ও কী বলছে, শুনছ?' আর কিছুক্ষণ পরে দু'জনকে বললেন: 'তোমাদের যেখানে ইচ্ছে সেইখানে এ দেহের সমাধি দেবে; এর জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন হবে, তা আমি চাই না। তোমাদের কাছে শুধু এটুকু আমার ভিক্ষা: তোমরা যেইখানে থাক না কেন, প্রভুর বেদিপ্রান্তে আমাকে স্মরণ কর।'

কোন প্রকারে এ বাসনা প্রকাশ করে তিনি চুপ করলেন। ইতিমধ্যে অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর তিনি একভাবেই যন্ত্রণায় ভুগছিলেন।

তাঁর অসুখের নবম দিনে, তাঁর জীবনের ছাপ্পান্ন বছরে, ও আমার তেত্রিশ বছর বয়সে এ ধন্যা ও পুণ্যময়ী আত্মা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

শ্লোক ১ করি ৭:২৯,৩০,৩১; ২:১২ দ্রঃ

প্র সময় আর বেশি নেই, এখন থেকে, যারা আনন্দিত, তারা এমনভাবে চলুক তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা

এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়:

℟ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

℣ আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি:

℟ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

২৮শে আগস্ট

সাধু আগস্তিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **৭ম পুস্তক ১০,১৮; ১০ম পুস্তক ২৭**

হে সনাতন সত্য, হে সত্যময় প্রেম, হে প্রেমময় সনাতন!

নিজের কাছে ফিরে আসার জন্য চেতনা পেয়ে আমি তোমার নেতৃত্বে আমার হৃদয়-কক্ষে প্রবেশ করলাম, আর তুমি আমার সহায় হলে বলেই আমি তা করতে পেরেছিলাম। আমি প্রবেশ করলাম, আর আমার কোন একপ্রকার মনশ্চক্ষু দ্বারা আমি আমার নিজের মনশ্চক্ষুর উপরে, আমার মনের উপরেই অপরিবর্তনশীল এমন আলো দেখতে পেলাম যা পার্থিব ও দৃষ্টিগোচর সেই আলোর মত নয় যা সমস্ত মানুষের দৃষ্টির সামনে উজ্জ্বল। এমনকি, সেই আলো যে সাধারণ আলোর চেয়ে অধিক প্রবল, বা সেই আলোর বিস্তার এমন যা সবকিছু দখল করে, একথা বলেও বর্ণনা যথেষ্ট হত না। সেটি অন্য আলো ছিল, সৃষ্ট জগতের সকল আলোর চেয়ে একেবারে ভিন্নরূপ। আমার মনের ঊর্ধ্বে সেই আলো জলের উপরে তেলের মত বা পৃথিবীর উপর আকাশের মত ছিল না, কিন্তু ঊর্ধ্বতর প্রকার এক আলো, কারণ সেই আলোই আমাকে গড়েছিল, আর আমাকে গড়েছিল বিধায় আমি তার চেয়ে নিম্নতর। সত্য যে জানে, সে এ আলো জানে।

হে সনাতন সত্য, হে সত্যময় প্রেম, হে প্রেমময় সনাতন! তুমি আমার ঈশ্বর, তোমার জন্যই আমি দিবারাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আর আমি তোমাকে জানা মাত্রই তুমি আমাকে উন্নীত করলে, আমার যা দেখবার ছিল ও একাকী হয়ে আমি যা কখনও দেখতে পেতাম না তা যেন দেখতে পাই। আমার অন্তরের উপর সজোরে রশ্মি নিক্ষেপ করে তুমি আমার দৃষ্টির দুর্বলতা ঝলসিয়ে দিলে; প্রেমে-আতঙ্কে আমি কম্পিত হলাম; আর তোমা থেকে দূরে নিজেকে এমন বৈষম্যের দেশে পেলাম, যেখানে কেমন যেন ঊর্ধ্বলোক থেকেই তোমার এ কণ্ঠ শুনলাম, 'আমি পরিপক্কদের খাদ্য: বেড়ে ওঠ, তাহলেই আমাকে খাবে। তোমার দেহের খাদ্যের মত তুমি আমাকে নিজেতে রূপান্তরিত করবে এমন নয়, তুমি বরং আমাতেই রূপান্তরিত হবে।'

তোমাকে ভোগ করার জন্য কী উপযুক্ত, তেমন শক্তির পথ খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু তা পাচ্ছিলাম না, যতক্ষণ না তাঁকেই আলিঙ্গন করলাম *যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ, সেই খ্রীষ্টযীশু, যিনি সবার উপরে, ধন্য পরমেশ্বর, যুগে যুগান্তরে:* তিনি আমাকে আহ্বান করে বললেন, *আমিই পথ, সত্য ও জীবন;* এবং যে খাদ্য আমি গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলাম, তা তিনি নিজের মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন—বাস্তবিকই *বাণী মাংস হলেন*—তুমি যাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছিলে, তোমার সেই প্রজ্ঞা যেন শিশু এই আমাদের উপযোগী খাদ্য দান করেন।

হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি! হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি! আর দেখ, তুমি ছিলে আমার অভ্যন্তরে আর আমি ছিলাম বাইরে, আর বাইরেই তোমাকে খুঁজছিলাম; আর তুমি যা গড়েছিলে, কুশ্রী যে আমি সুশ্রী সেই বস্তুর উপরে ঝাঁপ দিচ্ছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে ছিলে আর আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না। তোমা থেকে আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ই দূরে রাখছিল, যা তোমার মধ্যে না থাকলে তাদের অস্তিত্বও হত না। তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে। তুমি উদ্ভাসিত হলে, দীপ্তিময় হলে—আমার অন্ধতা দূর করে দিলে। তুমি নিজ সুবাস ছড়িয়ে দিলে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করে আমি এখন তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। তোমার স্বাদ গ্রহণ করলাম, আর এখন আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। তুমি আমাকে স্পর্শ করলে, আর এখন আমি তোমার শান্তির বাসনায় জ্বলে পুড়ে মরছি।

শ্লোক

℣ আমার হৃদয়ের হে সত্য, আমার অন্ধকার আমার কাছে আর কোন কথা বলছে না; পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তখন তোমার কথা মনে পড়ল।

℟ দেখ, শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি তোমার জলের উৎসের কাছে ফিরে আসছি।

℣ আমি নিজেই যে আমার জীবন তা নয়; নিজে থেকে আমার জীবন অসহ্যই ছিল, এখন তোমাতে জীবন নবীন হয়ে উঠল।

℟ দেখ, শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি তোমার জলের উৎসের কাছে ফিরে আসছি।

২৯শে আগস্ট

দীক্ষাগুরু যোহনের সাক্ষ্যমরণ

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৩**

খ্রীষ্টের জন্মের ও মৃত্যুর অগ্রদূত

প্রভুর জন্ম, তাঁর প্রচারকর্ম ও তাঁর মৃত্যুর সেই ধন্য অগ্রদূত সংগ্রামে এমন বীর্য দেখালেন, যা স্বর্গীয় প্রাণীদের দৃষ্টির যোগ্য। শাস্ত্র বলে: *যদিও লোকদের দৃষ্টিতে তাঁকে বহু পীড়ন সহ্য করতে হল, তবু তাঁর প্রত্যাশা অমরত্বে পূর্ণ ছিল।* সুতরাং স্বর্গে তাঁর জন্মতিথি গম্ভীর ধর্মানুষ্ঠানে পালন করা আমাদের পক্ষে সত্যি সমীচীন।

স্বর্গে তেমন জন্মতিথি তিনি নিজ যন্ত্রণাভোগে অবিস্মরণীয় করলেন ও নিজ রক্তক্ষরণে তা গৌরবান্বিত করলেন। তাঁর স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করা ও মনের আনন্দে পালন করা সত্যিই পুণ্যকাজ। প্রভুর বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দান করেছিলেন, তা সাক্ষ্যমরণেই সপ্রমাণ করলেন।

ধন্য যোহন আমাদের মুক্তিসাধকের বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ফলে কারাবাস ও বেড়ি বহন করলেন, বাস্তবিকই তাঁর পক্ষে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করার কথা ছিল। যদিও যীশুখ্রীষ্টকে অস্বীকার করবার কোন হুকুম তাঁকে দেওয়া হয়নি, কেবল সত্য অব্যক্ত রাখবারই হুকুম পেয়েছিলেন, তবু তাঁর জন্য তিনি প্রাণ দিলেন, খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।

খ্রীষ্ট বললেন, *আমিই সত্য*, তাই সত্যের জন্য রক্ত দান করলেন বিধায় যোহন প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টেরই জন্য রক্তদান করলেন। আর যেহেতু তিনি তাঁর নিজের জন্ম, প্রচারকর্ম ও দীক্ষাস্নান-সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাঁরই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতে নিযুক্ত হয়েছিলেন যাঁর জন্মাবার কথা, প্রচার করার কথা ও দীক্ষাস্নান সম্পাদন করার কথা ছিল, সেজন্য যন্ত্রণাভোগ করায় তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে, খ্রীষ্টেরও যন্ত্রণাভোগ করার কথা ছিল।

তেমন মহাত্মা দীর্ঘ দিন বেড়িতে আবদ্ধ হওয়ার পর নিজ রক্তক্ষরণেই পার্থিব জীবন সমাপ্ত করলেন। তিনি সর্বোত্তম শান্তির স্বাধীনতার কথা প্রচার করছিলেন, অথচ সেই দুর্জনেরা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। কারাগারের অন্ধকারে তাঁকেই রুদ্ধ করা হল, যিনি আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন ও যাঁর যোগ্যতা সপ্রমাণ ক'রে যাঁকে স্বয়ং আলো সেই খ্রীষ্ট জ্বলন্ত ও আলো-দানকারী প্রদীপ বলে অভিহিত করেছিলেন। যিনি বিশ্বত্রাতাকে দীক্ষাস্নাত করার, তাঁর উপরে ধ্বনিত পিতার কণ্ঠস্বর শুনবার, ও তাঁর উপরে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ নেমে আসতে দেখবার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছিলেন, তিনি নিজ রক্তে দীক্ষাস্নাত হলেন।

কিন্তু তাঁর মত মানুষের পক্ষে, চিরস্থায়ী সুখের প্রতিদান পাবার জন্য সত্যের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী পীড়ন সহ্য করা ভারী লাগছিল না, বরং সহজ ও আনন্দদায়ী লাগছিল। তাঁর মত মানুষের বিবেচনায় মৃত্যু অনিবার্য ঘটনা ছিল না, কঠোর আবশ্যকতাও ছিল না, তা বরং পুরস্কারই ছিল, খ্রীষ্টনাম-স্বীকারের ফলে অনন্ত জীবনের জয়মালাই ছিল।

এজন্য প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই বলেন: *খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর।* তিনি বলতে চান যে, মনোনীতেরা যে খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করবে, তা খ্রীষ্টের অনুগ্রহদান, কেননা *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে*

স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়।

শ্লোক   মার্ক ৬:১৭,২৭; লুক ৭:২৬ দ্রঃ

প্র নিজের ভাইয়ের স্ত্রী সেই হেরোদিয়ার কারণেই হেরোদ যোহনকে কারারুদ্ধ করেছিলেন।

উ যোহন ছিলেন নবী, এমনকি নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক নবী।

প্র হেরোদ-প্রেরিত একজন সৈন্য কারাবাসে যোহনের শিরশ্ছেদ করল।

উ যোহন ছিলেন নবী, এমনকি নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক নবী।